# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## কার্যবিধি প্রকাশ

২ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যসচিব প্রকাশ করলেন মান্য কার্যবিধি। ব্লকে ব্লকে শিবির করে স্থানীয় সমস্যার খতিয়ান প্রকাশের নির্দেশ

## ফের ঘূর্ণাবর্ত

সোমবারই তৈরি হচ্ছে নতুন ঘূর্ণাবর্ত। ফলে সপ্তাহের শুরু থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি। গভীর নিম্নচাপ শক্তি হারালেও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে

## ধরাশায়ী বিজেপি, খেজুরির ২ সমবায়ে বিপুল জয় তৃণমূলের

## পড়ুয়াদের আত্মহত্যা ঠেকাতে ১৫ দফা সুপ্রিম-গাইডলাইন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৪ ● ২৭ জুলাই, ২০২৫ ● ১০ শ্রাবণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 64 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 27 JULY, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


## ৩১ জুলাই পুজো বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ৩১ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত সমন্বয় বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, কলকাতা পুরসভা, দমকল, সিইএসসি, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। আমন্ত্রিত থাকবেন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও। এবারও পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদানের কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছরের পুজো বৈঠকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৈঠকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

## আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টেও বাংলাবিদ্বেষের কথা ■ মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র কটাক্ষ

# বিজেপি বিশ্বের লজ্জা

**প্রতিবেদন** : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে ভাষা-সন্ত্রাস ও বাঙালি-বিদ্বেষ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগকেই সিলমোহর দিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। এদের সাম্প্রতিক রিপোর্টেও কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। আর এই রিপোর্ট সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তা তুলে ধরে ফের তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যা এতদিন ধরে বলেছি, তাই এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও উঠে এল। বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে বিজেপির সরাসরি মদতে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, অসম, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশার মতো একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী বহু ভারতীয় নাগরিককে বেআইনিভাবে বিদেশি ঘোষণা করে দেশ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নীতির ভিত্তিতেই এই 'দেশান্তর প্রক্রিয়া' চলছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, এটা শুধু নিন্দনীয় নয়, সাংবিধানিক অপরাধ। বিজেপি ভাষার নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে। এটা ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক লজ্জা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর এশিয়া ডিরেক্টর এলেইন পিয়ারসনের বক্তব্যও সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, (এরপর ১২ পাতায়)

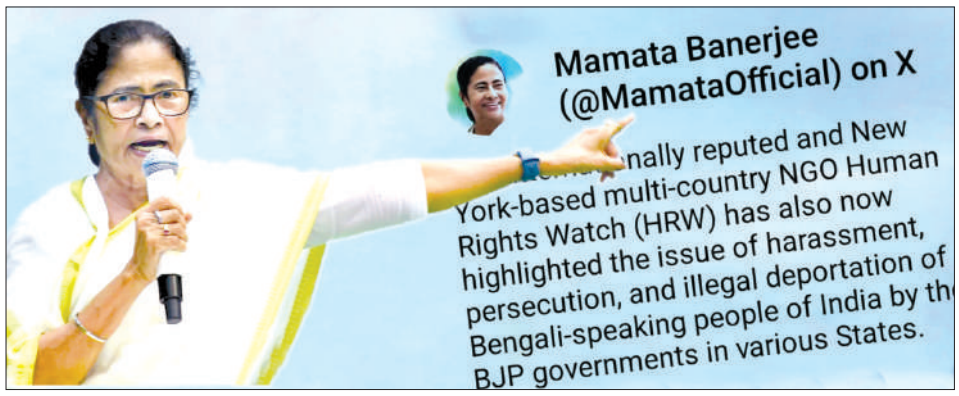


## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### নয়কো একা

বালুকাবেলায় গোধূলি লগ্নে
তোমার সাথে হলো দেখা,
কেন ছিলে এতদিন একা?
তোমার ভূষণে সমুদ্র সংসার
বক্ষে সবুজ উপহার
তটিনীতে বালুকণা।
চিকচিক জ্বলছে সাদাসোনা
জল আলুথালু, ঢেউ আনমনা।
নৌকার মাঝি যেন মাঝ গঙ্গা
ম্যানগ্রোভের ছায়া
ঝাউবনের শান্ত হাওয়া
সব থাকতেও পেলে না নিজের দেখা।
দিনের শেষে তুমি কেন একা
'ভোর' তো হয়েছে, 'ঢেউ সাগর'
'রূপসী'কে দেখো, থেকো না একা।

## বৈধ ভোটার বাদ পড়লেই আন্দোলন

### বিএলওদের গাইডলাইনে এসআইআর

**প্রতিবেদন** : বিহারের পর এবার বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই লক্ষ্যে শনিবার বিএলওদের নিয়ে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেও এসআইআরের প্রস্তুতি নিয়ে কর্মীদের নানা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরই এসআইআর নিয়ে কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র তথা (এরপর ১২ পাতায়)

নজরুলমঞ্চে প্রশিক্ষণে এইআরও-বিএলওরা।

## যত কাণ্ড ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে

# পুলিশের পরীক্ষা দিতে এসে গণধর্ষণের শিকার তরুণী

প্রতিবেদন : বিজেপি-বন্ধু নীতীশ কুমার নিজেকে জাহির করতে বলে বেড়ান, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে নাকি বিহারের অপরাধপ্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবি যে কত মিথ্যা, বারবার প্রমাণিত হচ্ছে তা। খুন-ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানির গ্রাফ আশঙ্কাজনক হারে ঊর্ধ্বমুখী। নিত্যদিনের ঘটনা। এবার বুদ্ধগয়ায় চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে গণধর্ষণ! হোমগার্ড নিয়োগের পরীক্ষা দিতে এসে অ্যাম্বুল্যান্সে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা। বিজেপি-শাসিত, এনডিএ-শাসিত বিহারে হোমগার্ড নিয়োগের পরীক্ষা দিতে আসা একজন তরুণীকে গণধর্ষণ করা হল অ্যাম্বুল্যান্সে। এর আগে বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছিল এক কনস্টেবল। বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশ এবং অন্য রাজ্যগুলোতেও ঘটে চলেছে একই ধরনের লজ্জাজনক ঘটনা। বিজেপির শাসনে কোথায় নারীসুরক্ষা? (এরপর ১২ পাতায়)

## ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে টানা কর্মসূচি তৃণমূলের

**প্রতিবেদন** : বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে টানা কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা-সংগঠনগুলির ধরনা-কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। কবে কোথায় কর্মসূচি হবে তা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

● ২ ও ৩ অগাস্ট মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। ● ৯ ও ১০ অগাস্ট তৃণমূল যুব কংগ্রেস। ● ১৬ অগাস্ট জন্মাষ্টমীর কারণে কর্মসূচি নেই। ● ১৭ অগাস্ট তৃণমূল লিগাল সেল। ● ২৩ ও ২৪ অগাস্ট জয় হিন্দ বাহিনী। ● ৩০ ও ৩১ অগাস্ট তৃণমূল কংগ্রেস কিসান ও ফার্ম ওয়ার্কার্স সেল। ● ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। ● ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষাবন্ধু। দুর্গাপুজোর কারণে কর্মসূচি নেই। ● ১১ ও ১২ অক্টোবর আইএনটিটিইউসি। কালীপুজোর কারণে কর্মসূচি নেই। ● ২৫ ও ২৬ অক্টোবর তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসী সেল। ● ১ ও ২ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস সেকেন্ডারি টিচার্স অর্গানাইজেশন। ● ৮ ও ৯ নভেম্বর ওয়েবকুপা। ● ১৫ ও ১৬ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস প্রাইমারি টিচার্স অর্গানাইজেশন। ● ২২ ও ২৩ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস শিডিউল কাস্ট এবং ওবিসি সেল। ● ২৯ ও ৩০ নভেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস প্যারা টিচার্স অর্গানাইজেশন। ● ৬ ও ৭ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি অর্গানাইজেশন। ● ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি সেল। ● ২০ ও ২১ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ।

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

27 July, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

## তারিখ অভিধান

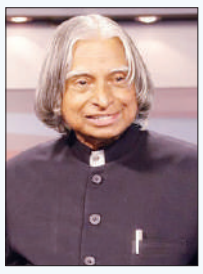

**২০১৫** এ পি জে আবদুল কালামের (১৯৩১-২০১৫) প্রয়াণদিবস। ভারতের এই একাদশতম রাষ্ট্রপতিকে বলা হত 'পিপলস প্রেসিডেন্ট'। পাশাপাশি তিনি 'মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' রূপেও স্বীকৃত। এদিন শিলংয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে ভাষণ দেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। কালাম বিশ্বাস করতেন, তাঁর জন্মভূমি একদিন বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে। স্বপ্ন দেখতেন, ভারত ২০২০-র মধ্যে 'নলেজ সুপারপাওয়ার' হিসেবে স্বীকৃত হবে।

**১৩৭৭** কোয়ারেন্টাইন আইন প্রথম চালু হল এদিন। সেই সঙ্গে নিভৃতাবাস কেন্দ্র হিসেবে ঘোষিত হল দুব্রোভনিকের ল্যাজেরেতো। অধুনা ক্রোয়েশিয়ার অন্তর্গত এই স্থান তখন ছিল রাগুসা প্রজাতন্ত্রের অধীন। ইউরোপ তখন প্লেগের কবলে। কাতারে কাতারে লোক মরছে। দুব্রোভনিকেরও কয়েক হাজার মানুষ মরেছে অতিমারিতে। সেজন্য এদিন রাগুসার কাউন্সিল ঘোষণা করে সংক্রমিত স্থান থেকে সেদেশে এলেই নিভৃতাবাসে থাকতে হবে। প্রথমে ৩০ দিন বলা হলেও পরে বাধ্যতামূলক নিভৃতাবাসের দিন সংখ্যা বেড়ে ৪০ হয়।

**১৯৩১**
কানাইলাল ভট্টাচার্যের (১৯০৯-১৯৩১) মৃত্যুদিন। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গার্লিক। বীর বিপ্লবী কানাইলাল এদিন তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। কিন্তু এক পুলিশ সার্জেন্টের গুলিতে তিনিও নিহত হন। মৃত্যুর পর তাঁর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা ছিল, 'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও।'

**১৯৯৬**
আটলান্টা অলিম্পিকে এদিন বোমা বিস্ফোরণে দু'জন নিহত হন, আহত হন প্রায় ১১১ জন। বিস্ফোরণ সত্ত্বেও অংশ-গ্রহণকারী দেশ ও খেলোয়াড়রা চাননি অলিম্পিক পরিত্যক্ত হোক। এর আগে মিউনিখ অলিম্পিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিল। আটলান্টা অলিম্পিকে বোমা বিস্ফোরণের পেছনে ছিল এরিক রুডলফ নামে এক খ্রিস্টান মৌলবাদী।

**১৯১৩** কল্পনা দত্ত (যোশী) (১৯১৩-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কল্পনা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নায়িকা। বেথুন কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিপ্লবে হাতিখড়ি হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদের যুদ্ধের ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের বাহিনীতে যোগ দেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব অভিযানে অংশ নেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। গান্ধীজির মধ্যস্থতায় তিনি ছাড়া পান। বিয়ে হয় কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশীর সঙ্গে। কল্পনা পরাধীন ভারতে নারী আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন। কিছুদিন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেন।

**১৯৯২**
আমজাদ খানের (১৯৪০-১৯৯২) মৃত্যুদিন। কুড়ি বছরের অভিনয় জীবনে ১৩২টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পায় 'শোলে'র গব্বর সিং আর 'মুকদ্দর কা সিকন্দর'-এর দিলাওয়ার। ভিলেনের চরিত্রে তাঁর অভিনয় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে 'মা কসম' ছবিতে কৌতুকাভিনেতা হিসেবেও সাফল্য পান। পেয়েছেন ফিল্ম ফেয়ার, বিএফজেএ-সহ বিভিন্ন পুরস্কার।

## পার্টির কর্মসূচি

বনগাঁ কোর্ট রোড থেকে গাইঘাটা ভায়া চাঁদপাড়া অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং বনগাঁ রামনগর রোড ভায়া আংরাইল অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ আলোচনা সভা হয় শনিবার। সভায় ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, শুকদেব সাধু, অধীর দাস, সমীর হাজরা, নিত্যগোপাল দাস, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৪৫৫

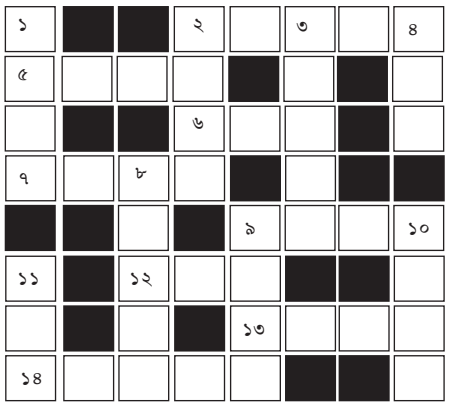

**পাশাপাশি :** ২. অকালের ৫. জোর গোলমাল ৬. সভ্য, রুচিশীল ৭. পরার কাপড় ৯. পর্বতের সানুদেশ ১২. অনুমতি, অভিমত ১৩. গরুড় ১৪. এখানে কাঠ চেরাই হয়।

**উপর-নিচ :** ১. গ্রহের অশুভ দৃষ্টি ২. অকৃতজ্ঞ ৩. কৈলাস পর্বত ৪. মধুরতা, মাধুর্য ৮. অঝোরে বৃষ্টিপাত ৯. শাস্তি ১০. সামুদ্রিক মাছবিশেষ ১১. আকর্ষক।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৪৫৪ : পাশাপাশি :** ১. কাব্যচন্দ্রিকা ৪. সেকেলে ৫. হলহলে ৬. অগ্নিমূল্য ৮. বৃষল ৯. শাপনিবৃত্তি। **উপর-নিচ:** ১.কালেকালে ২. চর্চরী ৩. কাঞ্চনমূল্য ৫. হরহামেশা ৬. অপ্রবৃত্তি ৭. ফুটানি।

## ২৬ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৯৮৪০০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৯৮৯০০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৯৪০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ১১৩৬০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ১১৩৭০০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

### মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৭.৩৪ | ৮৬.২১ |
| ইউরো | ১০২.৯০ | ১০১.২৬ |
| পাউন্ড | ১১৭.৫৯ | ১১৫.৮৮ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ শিল্পা শেঠি

**সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

**Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY**
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমারশহর

27 July, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

**পা পিছলে পুকুরে বৌমা। বাঁচাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ ষাটোর্ধ্ব শাশুড়ির। জলে ডুবে শাশুড়ি-বৌমা দুজনেরই মৃত্যু। হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালির দেউলি গ্রামের ঘটনা**

# মান্য কার্যবিধি প্রকাশ নবান্নের

## আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

**প্রতিবেদন :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো ২ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। রাজ্য জুড়ে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তার পরেই এই কর্মসূচির জন্য 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' বা মান্য কার্যবিধি প্রকাশ করেছে নবান্ন। সেখানে বলা হয়েছে আগামী ২ অগাস্ট থেকে শুরু হয়ে তা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। পুজোর দিনগুলি বাদ না দিয়েই জেলার প্রতিটি ব্লকে, গ্রামে বা শহরাঞ্চলে শিবির করে স্থানীয় সমস্যার খতিয়ান তুলে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ঠিক কী কী করা যাবে, আর কী করা যাবে না।

এসওপি অনুযায়ী, মূলত ১৫ ধরনের কাজ করা যাবে এই প্রকল্পের আওতায়। তার মধ্যে রয়েছে— নিকাশি নালা নির্মাণ বা সংস্কার, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বসানো, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ, জলের ট্যাঙ্ক বসানো, রাস্তায় আলো বসানো, কমিউনিটি টয়লেট তৈরি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামত, খেলার মাঠ নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন রং করা, শৌচাগার মেরামত, পুকুর সংস্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা, কমিউনিটি শেড তৈরি, বাজার বা বাসস্টপে আলো ও ছাউনি বসানো। এই তালিকায় রয়েছে এমন সব কাজ যা স্থানীয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত এবং তুলনায় কম সময়ে কম খরচে সম্পন্ন করা যায়।

এতদিন সরকারি প্রকল্পে কিছু ক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ করা হত, তার অনেকটাই বাদ গিয়েছে এই কর্মসূচিতে। এসওপি-তে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বড় ধরনের নির্মাণকাজ, যেমন— নতুন স্কুল, আইসিডিএস কেন্দ্র বা সরকারি দফতরের ভবন তৈরি করা যাবে না। জমি কেনা বা ভাড়া নেওয়াও নিষিদ্ধ। প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য জমি অবশ্যই সরকারি হতে হবে অথবা এমন জমি, যেটি নিয়ে কোনও আইনি জটিলতা নেই। ব্যক্তি মালিকানাধীন জিনিস, যেমন বাইক বা জলের পাম্প দেওয়া যাবে না। সরকারের বক্তব্য, প্রকল্পটি জনসমষ্টির উপকারে আসার জন্য, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য নয়। প্রশাসনিক খরচ, অফিসের জন্য সামগ্রী কেনা কিংবা সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়ার কোনও ব্যয়-বরাদ্দ এই প্রকল্পে করা যাবে না। তদুপরি, কোনও আদালতে বিচারাধীন বিষয়, প্রশিক্ষণ কর্মশালা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোনও বরাদ্দ থাকবে না।

সরকারি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কম খরচে দ্রুত ফলদায়ক কাজ করা, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হন। যেসব কাজের স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে ওঠে না, অথবা যা খরচে বেশি ও বাস্তবায়নে ধীর— সেগুলিকে এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এইভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য।

■ শনিবার কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের সম্মান জানাল নবব্যারাকপুর পুরসভা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

# বিশল্যকরণীর ভিড়ে নাড়িবিজ্ঞানের রূপকথা

■ আয়ুরমিত্রের আয়োজনে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার সহযোগিতায় চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। ছিলেন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার যাদবপুরে।

**প্রতিবেদন :** লিভার, কিডনি থেকে পেটের ব্যামো। নাড়ি টিপেই বলে দেওয়া যায় রোগের ধরন ও তার গভীরতা। গাছগাছালির ভেষজ জাদুর রূপকথা শুনতে শুনতে শনিবার আয়ুর্বেদের সেই লুপ্তপ্রায় ঝলক দেখল দক্ষিণ শহরতলির গাঙ্গুলিবাগান। রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার সহযোগিতায় আয়ুরমিত্র-র আয়োজনে বিতরণ করা হল চারাগাছ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক প্রদ্যোতবিকাশ কর মহাপাত্র নাড়ির চলন দেখে বলে দিলেন রোগীর সমস্যা। সব দেখে-শুনে তাজ্জব উদ্বোধক প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। বিস্মিত স্থানীয় বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। তাঁরা চাক্ষুষ করলেন পাঁচ হাজার বছরের পুরনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষমতা। একদা এই বঙ্গের বৈদ্যরাই তো গোটা দেশ তথা বিশ্বকে আয়ুর্বেদ শিখিয়েছেন। দেখিয়েছেন তার জাদু।

এদিনের অনুষ্ঠানে আমলকী, শিউলি, বহেড়া, অশোক, কাঞ্চন, তুলসী-সহ এক হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়। আয়ুরমিত্র-র কর্ণধার সুচেতা ঘোষ জানান, এই ভেষজগুলি থেকে চরক-সুশ্রুতের সময়কাল থেকে তৈরি হচ্ছে জীবনদায়ী ওষুধ। আরোগ্যবর্ধনী, লক্ষ্মীবিলাস বটি, সুদর্শনঘন বটি, ভুবনেশ্বর রস, বাতগজাঙ্কুশ, বসন্তকুসুমাকার। বিপণিতে ঢুকে ধ্রুপদী ওষুধের সম্ভার দেখে বিস্মিত কুণাল ঘোষ। আয়ুর্বেদের সঙ্গে পারাবারিক যোগসূত্র উল্লেখ করে স্থানীয় মুকুল বোস মেমোরিয়াল, কেন্দুয়া স্কুলের কচিকাঁচাদের তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় মা-ঠাকুমারা তুলসী পাতা খাইয়ে দিতেন। আর এখন তুলসী থেকে আয়ুর্বেদ ট্যাবলেট-ড্রপ তৈরি হচ্ছে। ফলে যাঁদের বাড়িতে গাছ লাগাবার সুযোগ নেই তাঁরাও কিন্তু এই ওষুধ থেকে সুস্থ থাকার রসদ খুঁজে পাবেন।

# সংসদের আবেদন, বিএলও ডিউটিতে নয় শিক্ষকেরা

**প্রতিবেদন:** নির্বাচন কমিশন এবার বিএলও হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিযুক্ত করছে। কমিশনের নির্দেশে এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু এর ফলে আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যাহত হতে পারে বলেই আশঙ্কা উচ্চমাধ্যমিক সংসদের। চলতি বছর থেকে সেমিস্টার চালু হয়েছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে। দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম তথা উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার রয়েছে সেপ্টেম্বরে। সেই সময়ে শিক্ষকরা বিএলও-র কাজ করলে পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই সংসদের তরফে জেলাশাসকদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা না হয়। কারণ শুধুমাত্র পরীক্ষায় গার্ড দেওয়া নয় বরং পর্যবেক্ষক, ভেন্যু সুপারভাইজার হিসেবেও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাঁদের ভোটের কাজে লাগালে উচ্চমাধ্যমিকে যে ৭ লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষা দিতে চলেছে সেই গোটা প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হবে।

# ধর্ষণের পুনর্নির্মাণে বিক্ষোভ

**প্রতিবেদন :** নিজের নাবালিকা মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগে কিছুদিন আগে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত বাবা বাপ্পা সাহা। বাঁশদ্রোণীর বিদ্যাসাগর এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিজের মেয়েকেই কিছুদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ। শনিবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ধৃতকে নিয়ে এলাকায় ঢুকতেই স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত শাস্তির দাবি তোলা হয়। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়েও বিক্ষোভ চলে। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হলে আরও পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

# কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্ব তৃণমূলকে

## কংগ্রেসের মন বদলে ব্রাত্য বাম

**শাওনি দত্ত**

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কেন্দ্রের মিথ্যাচার থেকে বাংলার প্রতি মোদি সরকারের বঞ্চনা। সম্প্রতি যে সমস্ত জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল, সেখানেই সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। দিল্লির দরবারে সমস্ত আন্দোলনেই কংগ্রেস সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূলকে। এমনকী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাঙালি-হেনস্থার প্রতিবাদে তৃণমূলের আন্দোলনেও সুর মেলাচ্ছে কংগ্রেস।

নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী যে আদতে দেশে এনআরসি শুরু করার প্রক্রিয়া, সেই সত্যি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় কোনওভাবেই এই এসআইআর করে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চালানো যাবে না, চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া, এসআইআর শুধু বাংলার ইস্যু নয়, এটা গোটা দেশেরই ইস্যু। এই ইস্যুতে সংসদের বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এককাট্টা। ২২ জুলাই তৃণমূল সাংসদরা সংসদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই প্রতিবাদ অন্যমাত্রা পেয়েছে। তৃণমূলের উপস্থিতিতে উজ্জীবিত কংগ্রেসও। সংসদের চলতি অধিবেশনে এসআইআর-এর পাশাপাশি পহেলগাঁও হামলা ও অপারেশন সিন্দুরের মতো একাধিক ইস্যুতে সরব হওয়ার পরিকল্পনা বিরোধী শিবিরের। সংসদ চত্বরে কংগ্রেসের সাংসদদের বিক্ষোভ অভিযানে তৃণমূল সাংসদদের গুরুত্ব দিচ্ছেন, বাংলার দাবিতেও পাশে থাকছে কংগ্রেস।

বাংলার প্রতি পক্ষপাতমূলক কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু থেকে শুরু করে বিজেপি-রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের কাছে একশো দিনের কাজের তথ্য পেশের আবেদন করেছিলেন। তখনই প্রকাশ্যে আসে বাংলার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বরাদ্দ তালিকা থেকে। বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূলের পাশাপাশি সরব হন কংগ্রেস সাংসদরাও। বাংলার শ্রমিকদের বিজেপির রাজ্যগুলিতে হেনস্থা ও পুশব্যাকের ঘটনাতেও সরব হন তাঁরা। তৃণমূলের ইস্যুগুলিকে যে কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা পরিষ্কার। এই অবস্থায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বামেদের সমালোচনায় সরব হন। বাম-সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

# আচার্যর ডাকা বৈঠক ফ্লপ

**প্রতিবেদন:** রাজভবনে আচার্যের ডাকা বৈঠক ছিল আগাগোড়া ফ্লপ-শো। শিক্ষাঙ্গনে স্বৈরতন্ত্র চালাতে চাইছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল।স্থায়ী নিয়োগ নিয়ে আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে আর ভরসা করতে পারছেন না অধিকাংশ উপাচার্যরা। আর সেই কারণেই এদিন রাজ্যপাল তথা আচার্যর ডাকা বৈঠকে ৯ জন উপাচার্য ছাড়া বাকিরা গরহাজির থাকলেন। এইভাবে সর্বসমক্ষে মুখ পুড়ল রাজ্যপালের। নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে আচার্য বৈঠকে গরহাজির থাকার জন্য জবাবদিহি করতে বললেন উপাচার্যদের। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে ওই উপাচার্যদের রাজভবনে ঢোকা নিষিদ্ধ হবে বলেও প্রকারান্তরে হুমকি দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের তালিকা পাঠিয়ে দিলেও এখনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অথৈ জলে পড়েছে।

# সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 July, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## কমিশনের মিথ্যাচার

বিহারের ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং উঠেছে। এবং এতে স্পষ্ট হয়েছে কমিশনের গাফিলতি। ৫৬ লক্ষ মানুষকে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, এরা ভিন রাজ্য থেকে এসেছে অথবা দেশের বাইরে থেকে এসেছে। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাওয়াটা কোনও অপরাধের হতে পারে না। এটাই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কমিশন যখন বলছে যে ৫৬ লক্ষকে তারা তালিকা থেকে বাদ দিতে চায় তার মধ্যে অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসা অর্থাৎ ভারতের বাইরে থেকে আসা মানুষ। প্রশ্ন এখানেই। বিদেশ থেকে অর্থাৎ ধরা যাক, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, পাকিস্তানের মতো পড়শি দেশগুলি থেকে এই মানুষেরা এসেছেন। এঁরা সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে এলেন? সীমান্তে বিএসএফ রয়েছে। যার দায়িত্বে অমিত শাহ। তা সত্ত্বেও বিদেশিরা ঢুকল কী করে? যদি আকাশপথে আসে তাহলে ভিসা দিল কারা? আর যদি জলপথে আসে নৌবাহিনী তাদের ছাড়ল কোন যুক্তিতে? বিদেশি অনুপ্রবেশের সব দায়িত্বই কেন্দ্রের। এই দায় নিয়ে আগে পদত্যাগ করা উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রত্যেকবার বাংলায় এসে ঘুসপেটিয়া বলে যেসব কথাবার্তা বলেন তার জন্য তাঁর কাছেই প্রশ্ন রাখা উচিত। সাহস থাকলে জবাব দেবেন। আশ্চর্যের হল কমিশন বলছে বিহারে ২২ জুলাই পর্যন্ত পৌঁছতে পারা যায়নি এমন ভোটারের সংখ্যা ১১,৪৮৪। ২৩ জুলাই সেই সংখ্যা বেড়ে বলা হচ্ছে ১ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে! মানে ২৪ ঘণ্টায় ৮০,৫০০ ভোটার যুক্ত হল কীভাবে? কমিশন বলছে ৮৮% কাজ যখন হয়ে গিয়েছিল তখন ৩৫ লক্ষ মানুষকে ভুয়ো বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ১০ বেড়ে যখন ৯৮ শতাংশ কাজ হল, তখন কমিশন বলছে ৫৬ লক্ষ মানুষকে বাদ দিতে হবে! অর্থাৎ ৭৭ লক্ষ মানুষকে সমীক্ষা করে ২১ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এক-তৃতীয়াংশ বাদ! এই ৫৬ লক্ষ ভোটার তালিকায় হঠাৎ এল কী করে? তার কারণ, বিহারে এই বছরের এপ্রিল মাসে রিভিশন হয়েছে। তখন তো এত ভুয়ো ভোটার পাওয়া যায়নি। এখন কোথা থেকে এল? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক ভাবে চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। হাতিয়ার কমিশন। মূলত সেই জায়গাগুলিই টার্গেট করা হয়েছে, যেখানে বিজেপি বেশি ভোটে হেরেছে। সহজ অঙ্ক। ভোটার বাদ দাও, লড়াইয়ে জেতো। মুম্বইয়ে এভাবে জিতেছে। দিল্লিতে কেজরিওয়াল বিজেপির এই চালাকি ধরতে পারেননি তাই হেরেছেন। হরিয়ানাতেও একই ভাবে ক্ষমতা দখল হয়েছে। বাংলায় ভোট আসছে, তার আগে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিজেপি। কমিশন যে এবার বিজেপির শাখা সংগঠন নয়, সংঘের ভূমিকা নেবে তা বলাই বাহুল্য। রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিস দখল করতে নতুন হুলিয়াও জারি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা এ-চক্রান্ত দেখেছে, এখনও দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বহু আগেই ধরে ফেলেছেন। মাথায় রাখতে হবে, ভুয়ো ভোটার বাদ যাক তৃণমূলও চায়। কিন্তু ভুয়ো ভোটার ধরার আড়ালে বৈধ ভোটার বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র হলে শেষ দেখে ছাড়াবে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে রাজ্যে ভাষাসন্ত্রাস শুরু হয়েছে। টার্গেট বাঙালি। যেমন ভাবেই হোক বাংলাকে অপদস্থ করতে হবে। কিন্তু বাংলাকে অপদস্থ করতে গিয়ে আন্তর্জাতিকস্তরে দেশের মুখে কালি ছেটাচ্ছে বিজেপি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের মতো সংস্থাগুলিও ভারতে ভাষাসন্ত্রাসে অবাক হয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারপরেও নির্লজ্জ বিজেপি। তাদের চাটুকার এক স্বঘোষিত নেতা যিনি সিনেমাটিনেমা করে একটু নাম-ধাম করেছেন, তিনি বলেন কোথাও নাকি বাঙালিকে কিছু করা হচ্ছে না। সারা দেশ দেখছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না! বাংলার মানুষের সহনশীলতার পরীক্ষা নিচ্ছেন এসব বারোয়ারি, সুবিধাবাদী, দলবদলু, গদ্দাররা। যে-দিন ধৈর্যের সীমা ভাঙবে সেদিন বুঝবেন কত ধানে কত চাল!

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলুন

আবর্জনা স্তূপে জায়গা করে দিই, আসুন, ভারতীয় জঞ্জাল পার্টি বিজেপিকে। ওদের অসভ্যতা মাত্রা ছাড়িয়েছে। চরম বাঙালি বিদ্বেষী এই দলটিকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বর্জন করুন। আমার-আপনার স্বার্থে বিজেপি বয়কট হোক আমাদের অঙ্গীকার। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

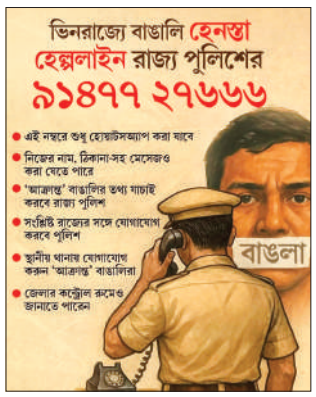


অসভ্যতা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
রোজই নতুন নতুন মাইল ফলক ছুঁয়ে চলেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ।
দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির বঙ্গ বাণী শোনাচ্ছে ব্যর্থ পরিহাস।

'আপনি লুঙ্গি পরেন। তার মানে আপনি বাংলাদেশি।' কিংবা 'আপনার বাংলা উচ্চারণ কেমন যেন অন্যরকম। আপনি বেআইনিভাবে ঢুকেছেন কি?' অথবা 'ভোটার কার্ড দেখাচ্ছেন বটে। কিন্তু আদৌ ভোটাধিকার আছে তো? ভোট দিতে গ্রামে যান? গ্রাম প্রধানের নম্বর বলুন।' অভিযোগ, তথ্য যাচাইয়ের নামে এই ধরনের প্রশ্নবাণে বেঙ্গলি মার্কেটের বাসিন্দাদের জর্জরিত করে ফেলছেন পুলিশকর্মীরা। দিনে অন্তত দু'বার তথ্য যাচাইয়ে আসছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় গিয়ে হেনস্তা বা মারধর তো আছেই। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'হোল্ডিং সেন্টার'। মূলত বাংলাভাষীদের আটকে রাখার জন্যই যা তৈরি হয়েছে। তথ্য যাচাইয়ের নামে দিনের পর দিন সেখানে আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আতঙ্কিত বাঙালি তাই হরিয়ানা থেকে পালিয়ে বাঁচার উপায় খুঁজতে মরিয়া আজ।

বিজেপি-শাসিত হরিয়ানায় আর একটা রাতও কাটাতে ভরসা পাচ্ছেন না গুরগাঁও সেক্টর-৪৯-এর এই বেঙ্গলি মার্কেটের বাসিন্দারা। তাঁদের 'অপরাধ', প্রত্যেকেই বাংলাভাষী। বিজেপি সরকারের পুলিশ-প্রশাসনের তাই সন্দেহ, তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী! হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে।

কারও বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে, কারও বাড়ি নদিয়ায়, কেউ থাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদে। সাধারণত প্রান্তিক স্তরের এই বাঙালি পুরুষরা সাফাই কর্মের সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ সংলগ্ন বিলাসবহুল অভিজাত আবাসনে গাড়ি ধোয়ামোছা করেন। মহিলাদের অধিকাংশই গৃহপরিচারিকা। মোটের উপর নিস্তরঙ্গ জীবনে আচমকাই ঝড় তুলেছে বিজেপি সরকারের পুলিশ-প্রশাসনের হেনস্তা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই আতঙ্ক হিন্দু এবং মুসলমান নির্বিশেষে ছড়িয়েছে গুরগাঁওয়ে।

এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাকে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের নোটিশ ধরানো চলছে। বাংলায় ঢুকে বাঙালিকে দেশ ছাড়া করার পরিকল্পনা। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক।

কোচবিহারের মাথাভাঙা-২ নং ব্লকের লতাপোতা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার এক বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠিয়েছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। তাঁর নাম নিশিকান্ত দাস। নমঃশূদ্র পরিবারের সদস্য নিশিকান্তবাবুর নোটিশ পাওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু রাজবংশী পরিবারের লোকজন নয়, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকেও হেনস্তা করার জন্য অসম সরকার নোটিশ পাঠাচ্ছে। মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ভোটে জিততে চাইছে বিজেপি।

উল্লিখিত নিশিকান্ত দাস লতাপোতা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার কুশিয়ার বাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি বসবাস করছেন। হঠাৎ করে গতকাল, শুক্রবার তাঁর কাছে অসম সরকারের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের নোটিশ আসে। তাতে বলা হয়েছে যে ভারতীয় নাগরিক কি না তার জন্য প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। অসমের কামরূপ জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে সেই প্রমাণপত্র। কেন? কীজন্য এই হয়রানি? কী কারণে এই বাঁদরামি?

নিশিকান্ত জানেন না। নোটিশ পাওয়ার পরই মাথায় বাজ পড়েছে তাঁর।

বাংলা ভাষায় কথা বললেই এখন বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। এসব করছে বিজেপি-আরএসএস। তারা একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে টার্গেট করেছে। বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরা সেই ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি হয়ে গেল, এটা অসাংবিধানিক। এটা অন্যায়।

বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি-আরএসএস নতুন সংবিধান তৈরির নামে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, এটা তারমধ্যে একটি। সংখ্যালঘু, দলিত বিদ্বেষী মনোভাব দেখাচ্ছে বিজেপি। এই চরম বাঁদরামি রুখতে বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করতে হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্য সারা পৃথিবী জানে। আর সারা ভারত জানে, একুশে জুলাই দিনটির রাজনৈতিক তাৎপর্য। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের লড়াইয়ে নেমে একদল বঙ্গসন্তান রক্ত, এমনকী প্রাণও দিয়েছিলেন। মাতৃভাষার জন্য বিশ্ব ইতিহাসে এ এক অনন্যসাধারণ নজির। দেরিতে হলেও, ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০০ সাল থেকে তা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশেষ মর্যাদায়। অন্যদিকে, বাংলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক আপসহীন লড়াইয়ে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বাংলার বুকে 'লালসন্ত্রাস' কায়েম হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে গণতন্ত্রের পথেই শাসনযন্ত্র কব্জা করেছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা। কিন্তু অচিরেই বেরিয়ে পড়ে তাদের ধারালো দাঁত-নখ। জনগণের 'শাসনব্যবস্থা' রূপান্তরিত হয়েছিল হার্মাদ বাহিনীর 'শোষণতন্ত্রে'। সেই জগদ্দল রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য 'অগ্নিকন্যা'র ভরসা ছিল গণআন্দোলন। রকমারি ভোট জালিয়াতি রুখতে সব ভোটারের জন্য সচিত্র ভোটার কার্ড (এপিক) চালু করার দাবিতে সরব হন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা। এই দাবি আদায়ের জন্য ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই রাইটার্স অভিযানের ডাক দেন তিনি। সেই অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ার বস্তুত দোর্দণ্ডপ্রতাপ বসুর প্রশাসনের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সেদিন নিরীহ গণতন্ত্রকামী জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছিল পুলিশ। যুবদের তাজা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল মহানগরের রাজপথ। বলা বাহুল্য, ওই ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত হন। সেই থেকেই জননেত্রীর নেতৃত্বে ধর্মতলায় প্রতিটি ২১ জুলাই 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। বাংলার সব প্রান্তের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ নেত্রীর এক ডাকে সেখানে বারবার সমবেত হন। বস্তুত বার্ষিক স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ারের আর এক নাম মহান একুশে। কাকতালীয় হলেও ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনের শহিদ দিবস আর চারদশক বাদে, ১৯৯৩-এ কলকাতায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শহিদ দিবস ২১ তারিখেই! প্রথমটি ফেব্রুয়ারির একুশে আর দ্বিতীয়টি জুলাইয়ের একুশে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বিরোধীদের বিসর্জনের ডাক দিয়েছেন। ওইসঙ্গে 'ভাষা আন্দোলন' শুরু করারও আহ্বান জানান তিনি। বাংলা বিরোধীদের বিসর্জনের ডাক তিনি আগেও দিয়েছেন এবং রাজ্যবাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে বিপুলভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্বাধীন ভারতে নতুন করে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিতে হল কেন?

কারণ, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ সম্পর্কে এই বিদ্বেষী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মারাত্মক অবমাননাকর! বাংলা এবং বাঙালি সম্পর্কে ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমরা পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করছি, মোদি-শাহরা হিমন্তকে কোনওরূপ ভর্ৎসনা করলেন না! তাহলে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে, এর পিছনে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নীরব সমর্থন রয়েছে? সেই সমস্যা অবশ্য গেরুয়া নীতির। কোনও সচেতন বাঙালি এই জিনিস মেনে নেবেন না। এটুকুই শুধু জানিয়ে রাখলাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলার বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েকদিনে একাধিক ছিনতাই। তদন্তে নেমে এবার ব্যান্ডেল থেকে দুষ্কৃতীদের একটি দলকে গ্রেফতার করল চুঁচুড়া থানার পুলিশ



# টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা, ধিক্কার তৃণমূলের

**প্রতিবেদন :** ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ঐ দিন দলনেত্রী যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন এবং সকলে মুখিয়ে থাকেন সেই বার্তা শোনার জন্য। কিন্তু কার্যক্রমে দেখা গেছে সেই দিন বি-কম সেমিস্টার-৪ এবং বিএ এলএলবি সেমিস্টার-৪ এর পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়টি যে পুরোপুরি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং চক্রান্ত তা জলের মতোই স্পষ্ট। এই ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যও। ওইদিন পরীক্ষা ঘোষণা করা মানেই ওই একটা বিরাট অংশের পড়ুয়াকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র।

কুণাল ঘোষ ধিক্কার জানিয়ে বলেন, পরীক্ষার এই সূচি দেখে একটা বিষয়ে স্পষ্ট পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ যাতে কোনওভাবেই সমাবেশে যোগ দিতে না পারে সেজন্য ঘুরিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজ্যের সব থেকে বৃহৎ ছাত্র পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা দিবস পূর্ব ঘোষিত। সেদিনে পরীক্ষা ফেলা মানে এ বিষয়টি খুব পরিষ্কার যে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতদুষ্ট হয়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই দিনে পরীক্ষা ফেলেছে। যার মূল উদ্দেশ্য একটা বড় অংশের পড়ুয়াদের ওই সমাবেশে যোগদান থেকে বিরত রাখা।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশ্বাসী, তাঁদের আটকে দেওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে। এর ফলে কেবল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থক ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, বরং সমস্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী উপাচার্যের এমন আত্মকেন্দ্রিক পদক্ষেপ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, গণতন্ত্রবিরোধী এবং নিন্দনীয়।

# কোর্টের পর নবান্ন অভিযানে অনুমতি নয় হাওড়া পুলিশের

সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী-সহ অন্যরা।

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** আগামী সোমবার, ২৮ জুলাইয়ে নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না হাওড়া সিটি পুলিশ। দিনদশেক আগেই চিঠি দিয়ে সেকথা আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে হাওড়ার নগরপাল প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী এই নিয়ে বলেন, গত ১২ জুলাই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিহারা ও চাকরিপ্রার্থীদের তরফে নবান্ন অভিযানের জন্য অনুমতি চেয়ে পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে এই কর্মসূচির অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ।

এরপরও যদি এই কর্মসূচি হয়, তাহলে পুলিশের তরফে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাওড়ার নগরপাল আরও জানান, মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ী সমিতির তরফে কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশকে পার্টি করে মামলা করা হয়েছিল। সেখানে বিচারপতি মঙ্গলাহাট চত্বরে হাটের দিন কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কোনও জমায়েত হলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের মতে, পরপর দু'সপ্তাহে হাটের দিন নবান্ন অভিযানের জন্য ব্যবসায় বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এবারও হাটের দিন নবান্ন অভিযান ডাক দেওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত সাফ নির্দেশ দিয়েছে, হাটের দিন হাট-চত্বরে কোনও জমায়েত করা যাবে না। আদালতের নির্দেশ ও পুলিশের অনুমতি না দেওয়ার পরও ওই চত্বরে কোনও জমায়েত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# প্রবল চাপে মুক্ত গুরগাঁওয়ে আটক বাংলার ৩০ জন পরিযায়ী শ্রমিক

**প্রতিবেদন :** বাংলায় কথা বলাও আজকাল যেন ভীষণ অপরাধ। গুরগাঁওয়ে বাংলার ৩০ পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করে লাগাতার অকথ্য অত্যাচার বিজেপি পুলিশের। তারপর বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর বিজেপির পরিকল্পিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল-সহ বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভে সংসদ ভবন উত্তাল হওয়ায় চাপে পড়ে সেই শ্রমিকদের ছেড়ে দিল পুলিশ। শুক্রবারই তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে বিজেপির ঝান্ডাধারী পুলিশবাহিনী। বাংলা বলার অপরাধে বাংলার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা ৩০ শ্রমিককে বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তুলে নিয়ে গিয়ে গুরগাঁওয়ের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সংসদে তৃণমূল-সহ বিরোধী জোটের তীব্র প্রতিবাদেই মুক্তি পেল তাঁরা। ইতিমধ্যেই আটকে থাকা শ্রমিকরা বাংলায় ফিরে আসছেন। এখানেই তৃণমূলের প্রশ্ন, বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও কেন আটক করে অত্যাচার বাংলার শ্রমিকদের? বাংলাদেশি খোঁজার নামে বাংলার বাসিন্দাদের হেনস্থা কেন? বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তা যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনই অমানবিক! এই অত্যাচারের জবাব ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেবে আপামর বাংলা। অন্যদিকে, ৪টি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বলায় আটক হওয়া নদিয়ার ১০৭ জন পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করল কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা। আটক শ্রমিকদের মুক্তির জন্য উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুরগাঁও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাজ্য পুলিশের। বিজেপির স্বৈরাচারী পুলিশের হাতে অত্যাচারিত নদিয়ার শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে জোর তৎপর কৃষ্ণনগর পুলিশ।

# রেলগেট বিকল যাত্রী হয়রানি

**সংবাদদাতা, রিষড়া :** রিষড়া স্টেশনের চার নম্বর রেলগেট বিকল হওয়ার কারণে গেট বন্ধ করা যাচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক ট্রেন। হাওড়া বর্ধমান মেন, গোঘাট ও হরিপাল লোকাল দাঁড়িয়ে থাকে রিষড়া স্টেশনে। এর জেরে শনিবার অফিস ফেরত যাত্রী-সহ অন্যান্য যাত্রীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে রিষড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক ট্রেন। রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেটে যান চলাচল বন্ধ করলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সোনারপুরের মহামায়াতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোয় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, কলকাতার পুর প্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী, সোনারপুরের পুর প্রতিনিধি সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, লাল্টু দাস-সহ উদ্যোক্তারা।

# মুখ্যমন্ত্রীকে কুকথা শাস্তি দিল আদালত

**প্রতিবেদন :** ৫ জুন চুঁচুড়া আদালতে আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেন গত মে মাসে দু'সপ্তাহ ধরে টানা মুখ্যমন্ত্রীকে কুকথা বলে ফেসবুকে প্রচার করেছেন চুঁচুড়ার যুবক ভূপাল ঘোষ। এতে মুখ্যমন্ত্রীর মানহানি হয়েছে। অকথ্য ভাষায় লেখা সেই ফেসবুক পোস্ট ডিজিটাল প্রমাণ হিসাবে সংগ্রহ করে সিআইডি। মুখ্য পিপি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অনুমতিক্রমে অভিযোগ দায়ের করেন। ন্যায় সংহিতার ৩৫৬/২ ধারায় মামলা শুরু হয়। পাঁচ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পান অভিযুক্ত। সেই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল শুক্রবার। ওইদিন আদালতে হাজির হয়ে অভিযুক্ত তাঁর ভুল স্বীকার করে নেন। আদালত এক হাজার টাকা জরিমানা করে অভিযুক্তকে।

# নেপথ্যে ব্যবসায়ে ক্ষতি অবসাদে আত্মঘাতী যুবক

**প্রতিবেদন :** শেয়ারে বিনিয়োগ করে বিপুল লোকসান। মানসিক অবসাদে ভুগে আত্মঘাতী যুবক। বাঁশদ্রোণীর বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে দরজা ভেঙে উদ্ধার হল আসানসোলবাসীর পচাগলা দেহ। মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বাঁশদ্রোণীর নিরঞ্জন পল্লিতে গত ২-৩ মাস ধরে একাই থাকতেন বছর চল্লিশের সুব্রত দে। তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব বেশি কথাবার্তা বলতেন না। গত দু'দিন ধরে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরতে বা ঢুকতে দেখা যায়নি। শুক্রবারই পচা দুর্গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। শনিবার তা অসহ্য হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীদের থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ। ডাকাডাকিতে কোনও সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে বিপুল লোকসানের মুখোমুখি হয়ে অনেকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সুব্রত। তারপরই চরম সিদ্ধান্ত। এছাড়া অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাওড়া পুরসভার শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে 'ইন্টার মিউনিসিপ্যাল স্কুল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার শরৎ সদনে। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ-সহ অন্যরা।

বহুতল আবাসন সাউথ সিটি-র অভিজাত বাসিন্দাদের কাছে বিশেষ পরিষেবা শিবির করল কলকাতা পুরসভা। কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের উদ্যোগে 'দুয়ারে কেএমসি' শীর্ষক শিবিরে মিউটেশন, বকেয়া পুর-করে ছাড়, বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের বিশেষ সুবিধা নিয়ে পুরকর্তারা কার্যত কর্মশালা করেন। প্রায় ৩০০ জন প্রবীণ বাসিন্দা অংশ নেন। স্থানীয় বিধায়ক দেবাশিস কুমার ছাড়াও ছিলেন আবাসনের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ও বিশিষ্টরা।

রাজ্য
27 July, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধ ঘর থেকে ব্যবসায়ীর পচাগলা দেহ উদ্ধার। বনগাঁ থানার গোবরাপুরের ঘটনা। মৃতের নাম আনন্দ বিশ্বাস (৫৪)। তিনি পানের ব্যবসা করতেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ

# টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্পে দিশা দেখাচ্ছে উঃ ২৪ পরগনা

**সুমন তালুকদার • বারাসত**

টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্পে দিশা দেখাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা। রাজ্য সরকারের এমএসএমই এবং বস্ত্র দফতরের সহযোগিতায় হাজার হাজার মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন। কাঁচামাল থেকে সুতো, কাপড় তৈরি ও পরবর্তীতে জামাকাপড় তৈরি একই জেলার মধ্যে হওয়ায় পরিবহণ খরচও কমছে। ফলে লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। হাওড়ায় জামাকাপড়ের রিটেল সেল যেমন বাড়ছে, তেমনি পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে টেক্কা দিচ্ছে। এই শিল্পের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে উপকৃত হচ্ছেন গ্রামীণ মহিলারা। শুধু তাই নয়, জেলায় ৪৫টি ক্লাস্টারের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ দক্ষতার সঙ্গে বস্ত্র শিল্পের কাজে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হচ্ছেন। আর এই সমগ্র কাজের অগ্রগতির পিছনে রয়েছে রাজ্য প্রশাসন ও নির্দিষ্ট দফতরের জেলার দক্ষ আধিকারিকরা। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি বিভাগ। আগামীদিনে জেলায় বস্ত্রশিল্প আরও শক্তিশালী হবে বলেই দাবি জেলা প্রশাসনের। তার জন্য জায়গা চিহ্নিতকরণ, পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি সহজ উপায়ে ঋণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

■ হাবড়ার বাণীপুরে টেক্সটাইল হাব পরিদর্শনে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি ও সরকারি আধিকারিকরা।

জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বারাসতে রিজেন্ট গার্মেন্টস পার্ক হয়েছে। সেখানে ৩০০টির কাছাকাছি কারখানা আছে। প্রায় ২০-২৫ হাজার মানুষ কাজ করছেন। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় খিলকাপুরে আরও একটি রিজেন্ট গার্মেন্টস পার্ক হচ্ছে। হাবড়ার বাণীপুরে ৪০ একর ও অশোকনগরে ১০ একর জায়গা জুড়ে টেক্সটাইল হাব হচ্ছে। সেখানে ভিন রাজ্যের বড়বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও ক্লাস্টারের মাধ্যমেও হাজার হাজার মানুষ এই বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আগ্রহী ব্যবসায়ীদের ঋণের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীক পরামর্শ সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারি তরফে। জেলা আধিকারিকরা নিয়মিত সেই কাজ করে চলেছেন। ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো দিন দিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বস্ত্রশিল্পের প্রসার হচ্ছে বলে দাবি করেন মফিদুল হক শাহাজি।

# ফের নতুন সিস্টেম, সোম থেকে বাড়বে বৃষ্টি

**প্রতিবেদন :** সোমবারই তৈরি হচ্ছে নতুন সিস্টেম। ফলে নতুন সপ্তাহ থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি। শনিবার সকাল থেকে রোদ-বৃষ্টির খেলা চললেও তেমন বর্ষণ হয়নি দক্ষিণের জেলায়। কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাব অনেকটাই কেটেছে। বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ শক্তি হারাতে শুরু করেছে। তবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব রয়েছে বাংলায়। সেই কারণে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। এদিকে লাগাতার বৃষ্টি হওয়ায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। তবু জলীয় বাষ্প থাকার কারণে অস্বস্তি ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমার ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকে বৃষ্টির মাত্রা অনেকটাই বাড়বে। উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু'এক জায়গায় দু'এক পশলা ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি হয়েছে।

# পানচাষিদের স্বার্থে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ প্রশাসনের

**প্রতিবেদন :** পানপাতা বিক্রিতে অনিয়ম রুখতে এবং চাষিদের প্রাপ্য রোজগার নিশ্চিত করতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। প্রতি গুঁচিতে (গুচ্ছ) ৭০টি পাতা রাখার সরকারি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত পাতা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে— এই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি খাদ্য ভবনে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিধায়ক, জেলাশাসক,

পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, দুটি জেলার জন্য আলাদা আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হবে। ওই দুই জেলাই রাজ্যের মূল পানচাষ কেন্দ্র। প্রত্যেক গ্রুপেই সংশ্লিষ্ট জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের রাখা হবে, যাতে কৃষকদের অভিযোগের পরেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বৈঠকের পরে বেচারাম মান্না বলেন, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক একটি গুঁচিতে ৭০টির বেশি পাতা থাকলে তা অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে প্রায় তিন লক্ষ কৃষক পান চাষের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্যের এই নতুন পদক্ষেপে চাষিরা সরাসরি তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং দ্রুত প্রতিকার আশা করতে পারবেন।

# সপ্তাহান্তে ট্রেন বাতিলে ফের যাত্রী-ভোগান্তি

**প্রতিবেদন :** সপ্তাহান্তে ফের চূড়ান্ত যাত্রী ভোগান্তি শিয়ালদহ ডিভিশনে! শনি-রবিবার মানেই দুর্ভোগে নাকাল হতে হবে যাত্রীদের, এটাই যেন হাওড়া-শিয়ালদহ শাখার চেনা ছবি। সৌজন্যে পূর্ব রেল। আবারও সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ শাখায় বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার ও রবিবার দমদম জংশনে জরুরি কাজের জন্য বাতিল করা হচ্ছে শিয়ালদহ শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন। প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলবে দমদম স্টেশনে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ। ইতিমধ্যেই বাতিল হওয়া ট্রেনের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই ডানকুনি, বারাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া এবং বনগাঁ শাখার একাধিক ট্রেন যেমন বাতিল করা হয়েছে ঠিক তেমনই দার্জিলিং মেল, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো দূরপাল্লার ট্রেনকেও ঘুরপথে চালানো হবে বলে জানিয়েছেন শিয়ালদহ ডিআরএম। এর জেরে আবারও চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে চলেছেন রেলের নিত্যযাত্রীরা।

# মাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

**প্রতিবেদন :** আশি বছরের বৃদ্ধা মাকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন! রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মায়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে পাশের ঘরে নিশ্চিন্তের ঘুম ছেলের! শনিবার সকালে এই নৃশংস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহেশতলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ৫০-এর মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে সঞ্জয়ের হাতে খুন হয়েছেন ৮০ বছরের বিজলি ঘোষ। অভিযুক্ত ছেলে এর আগেও একাধিকবার মায়ের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ বারবার সতর্ক করলেও কোনও লাভ হয়নি। শুক্রবার বৃষ্টি ভেজা রাতে প্রতিবেশীরা বিজলি দেবীর বাড়ি থেকে ধোঁয়া দেখতে পান। সঙ্গে পচা গন্ধ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে মহেশতলা থানার পুলিশ ও বজবজ ফায়ার ব্রিগেড। পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে। পাশে ঘুমিয়ে ছেলে সঞ্জয়। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। তার মানসিক অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

■ বিজেপি রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার খোলাপোতার দলীয় কার্যালয়ে প্রতিবাদসভা। ছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুরহানুল মুকাদ্দিম, এটিএম আবদুল্লা, রবিউল ইসলাম, সুকুমার মাহাতো, দেবেশ মণ্ডল প্রমুখ।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বনগাঁ পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মিছিল। শনিবার।

# সন্দেশখালি হাসপাতালের নতুন ভবনের কাজ শুরু

■ হাসপাতালের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সুকুমার মাহাতো।

**সংবাদদাতা, সন্দেশখালি :** আগেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকে শুরু হল সন্দেশখালি ব্লক হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং তৈরির কাজ। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-সহ দলীয় নেতৃত্ব ও সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হল। ৩০ বেড থেকে ৬০ বেডের রূপান্তরিত হলে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাবে সন্দেশখালির প্রান্তিক মানুষেরা। বিধায়ক সুকুমার মাহাতো জানান, ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৬৯ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং তৈরি হবে। তারই কাজ শুরু হল। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই হাসপাতালে সব রকম পরিষেবা পাবেন সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ। আপাতত ২ জন নতুন চিকিৎসক এসেছেন। বেডের সংখ্যা বাড়লেই চিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়বে। ২০২৪ সালে ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন সন্দেশখালির রুরাল হাসপাতাল আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত হবে। সেই কথামতো এদিন সন্দেশখালি খুলনা ব্লক হাসপাতালে প্রায় সাড়ে ছ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় প্রথম ভিত্তি স্থাপন হল। এই হাসপাতালে ৩০টি শয্যা ছিল। অপারেশন থিয়েটার ছিল না। স্থানীয় দুঃস্থ রোগীদের কথা মাথায় রেখে ষাট শয্যায় রূপান্তরিত করা হলে হাসপাতালে ডেলিভারি, সিজার, গলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স-সহ বিভিন্ন অপারেশন এখানে হবে। এছাড়াও রোগ নির্ণয় করার আধুনিক ক্লিনিকের ব্যবস্থা হবে। সুন্দরবনের মানুষ ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে নবরূপে তৈরি এই হাসপাতাল পেয়ে যাবেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন সুকুমার মাহাতো, দেবেশ মণ্ডল, দিলীপ মল্লিক, কৌশিক মণ্ডল, অনুপম সামন্ত-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

27 July, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

কোচবিহারে একটি লজ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হল। কোচবিহার হরিশ পাল চৌপথি সংলগ্ন একটি লজে। নাম নাসিপ এস এস। বাড়ি কেরলে। চাকরি সূত্রে কোচবিহারে থাকতেন। এক লজে ওঠেন। আজ লজের কর্মীরা ডাকাডাকি করলে উত্তর না পেয়ে লজ কর্তৃপক্ষ খবর দেয় পুলিশকে

## সিসিটিভি দেখে ২ ডাকাত পাকড়াও

■ সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে গ্রেফতার ডালখোলা সাবস্টেশনে ডাকাতির মূল পান্ডা ও আরও এক দুষ্কৃতী। উদ্ধার নগদ লক্ষাধিক টাকা ও একটি পিকআপ ট্রাক। মঙ্গলবার গভীর রাতে ডালখোলা সাবস্টেশনে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। পাঁচিল টপকে, ভেতরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের হাত-পা বেঁধে মূল্যবান বৈদ্যুতিক সামগ্রী লুট করে গাড়িতে করে চম্পট দেয়। পালানোর সময় সাবস্টেশনের সিসিটিভির ডিভিআরটিও নিয়ে যায়। পুলিশ শহরে লাগানো একাধিক সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি চিহ্নিত করে। তাতেই ডালখোলা থানার পুলিশের একটি দল মালদা জেলা থেকে মূল পান্ডা ও আরও একজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে লুট করা সামগ্রী বিক্রির টাকা পাওয়া গিয়েছে।

## অজ্ঞাত বৃদ্ধার দেহ

■ কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির শিবঘাট এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য। পুলিশের অনুমান, কোচবিহার শহরের লম্বাদিঘির পাড়ে আবাসনের আবাসিক হতে পারেন। শনিবার সকালে দিঘির ঘাটে যাওয়া কয়েকজন স্থানীয় প্রথমে দেহটি দেখতে পান। তাঁরা খবর দেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বৃদ্ধার পরিচয় জানা যায়নি।

## পরিযায়ীদের বাড়ি

■ ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সমস্যা জানতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। কালিয়াগঞ্জ শহর যুব তৃণমূল সভাপতি রাজা ঘোষের নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যরা কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে যান। পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। সেই সঙ্গে সরকারি নথি কীভাবে তাঁরা সংগ্রহ করবেন, তাও বুঝিয়ে বলেন।

# অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ
# মাথাভাঙার নিশিকান্তকে, পাশে তৃণমূল

**সংবাদদাতা, কোচবিহার :** অসম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠানোয় আন্দোলনের ডাক দিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শনিবার কোচবিহারের মাথাভাঙা-২ ব্লকের লতাপাতা অঞ্চলের বাসিন্দা নিশিকান্ত দাসের বাড়িতে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় বর্মন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক কমলেশ অধিকারী প্রমুখ। অভিজিৎ জানিয়েছেন, অসম সরকারের কোনও নোটিশ আমরা গ্রহণ করব না। এই লড়াই লড়তে হবে। এই লড়াই বাঁচার লড়াই।

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর পর মাথাভাঙার নিশিকান্তকে এনআরসির নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। শুক্রবার রাতে নোটিশ হাতে পেয়েছেন। তাতে দাবি করা হয়েছে, তিনি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন। তিনি আদৌ ভারতবাসী কি না কিংবা তাঁর কাছে বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ আছে কি না জানতে চেয়েছে তারা।

■ নিশিকান্ত দাসের বাড়িতে অভিজিৎ দে ভৌমিক ও অন্যরা।

উত্তমকে নিয়ে একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের মঞ্চ থেকে সুর চড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই মাঝে নিশিকান্ত নোটিশ পেলেন। পেশায় ডিমবিক্রেতা নিশিকান্ত বাড়ি বাড়ি থেকে ডিম নিয়ে বাজারে বিক্রি করেন। বলেন, প্রায় ৩০ বছর আগে অসমে কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ভিআইপি চৌপথি থেকে অসম পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে। কোচবিহারে ফিরে যাবতীয় তথ্য নিয়ে অসমে গিয়ে দেখান। সেগুলো দেখালেও তাঁর বাবার ভোটার লিস্ট ও পরিচয়পত্র চাওয়া হয়। তবে ৪৫ বছর আগে বাবা মারা যাওয়ায় নিশিকান্ত বাবার নথি দেখাতে পারেননি। এরপর অসম পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিলে মাস ছয়েক কাজ করার পর বাড়ি ফিরে আসেন। বছর আটেক আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দুই ছেলে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি ফরেনার ট্রাইব্যুনাল থেকে এনআরসি নোটিশ এসেছে। নিশিকান্ত বলেন, তৃণমূল পাশে থাকায় স্বস্তি পেয়েছি।

## এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** অসম থেকে বাংলার বাসিন্দা, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের ময়মনসিংহপাড়ার অঞ্জলি শীলকে কোকরাঝারের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল নোটিশ পাঠিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে বলেছে। ১৯ অগাস্ট তাঁকে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার সেই ইস্যু নিয়ে নিজের রাজ্যের বাসিন্দার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি-শাসিত অসম সরকারকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এনআরসি ইস্যুতে রাজ্য-রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে।

আন্দোলন শুরু হয়েছে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে। শনিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা সংলগ্ন পাকড়িগুড়িতে কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি এনআরসি-বিরোধী মিছিল ও সভা করা হয়। সম্প্রতি অঞ্জলিকে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল যে নোটিশ পাঠিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আজ অসম-বাংলা সীমানায় পথে নেমেছে তৃণমূল। অসম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রকাশ বলেন, যদি অসমে বা অন্য কোনও বিজেপি রাজ্যে বাঙালিকে অত্যাচার করা হয়, তাহলে অসমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হবে। দেশের রাজধানীতেও বাঙালিদের অত্যাচারের অভিযোগ তোলেন তিনি। সাধারণ মানুষকে বিজেপির মিথ্যা প্রলোভনের ফাঁদে পা দিতে মানা করেন।

## এটিএম লুট কাণ্ডে বিহার থেকে ধৃত ১

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** আশিঘর আউটপোস্ট এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম লুটের ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি

মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উজের খান। হরিয়ানার বাসিন্দা। তাকে বিহারের সুপল জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে পাঁচ দুষ্কৃতীর একটি দল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা লুট করে। গ্যাসকাটার ব্যবহার করায় এটিএমে আগুন ধরে যায়। ঘটনায় ব্যবহৃত একটি মোটরবাইক ও টাটা সুমো চুরি করেছিল দুষ্কৃতীরা। লুটের পর ধৃত বিহারে গা-ঢাকা দেয় এবং পরে হরিয়ানায় পালাতে গিয়ে একটি কন্টেনার গাড়িতে ধরা পড়ে। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায়। বাকি চার অভিযুক্তের সন্ধানে ও লুট হওয়া অর্থ উদ্ধারে ভিনরাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দল।

## টলিউডে সমন্বয় বাড়াতে একাধিক পরিকল্পনা স্বরূপের

**প্রতিবেদন :** কলাকুশলীদের সুস্থ-সুন্দর কাজের পরিবেশ ফেরাতে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগী টেকনিশিয়ান ফেডারেশন। শুরু হল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর আধুনিকীকরণের কাজ। ৭০ দিনের মধ্যে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হবে ক্যান্টিন, শৌচালয়, সেটের সরঞ্জাম রাখার গোডাউন নির্মাণের কাজ। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ, প্রোডিউসার এবং ফেডারেশনের মধ্যে কিছুদিন আগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর শনিবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিও সরেজমিন ঘুরে দেখেন ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। ছিলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর কর্ণধার তেজেশ দোশি, প্রযোজক নিশপাল রানে, নীতীশ শর্মা, নীলাঞ্জনা শর্মা-সহ একাধিক সিরিয়ালের প্রযোজকরা। ফেডারেশন সভাপতি জানিয়েছেন, কলাকুশলীদের সুস্থ-সুন্দর কাজের পরিবেশ

■ স্টুডিও পরিদর্শনে স্বরূপ বিশ্বাস।

ফেরাতে আমরা প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলাম, এখনও আছি। প্রোডিউসাররা সবাই সহযোগিতা করছেন। টেকনিশিয়ানদের তরফেও সাধ্যমতো সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছি। এদিন প্রযোজক ও ফেডারেশনের বৈঠকে নেওয়া হয় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত। ঠিক হয়েছে, ৭ দিনের মধ্যে স্টুডিও সাফাইয়ের পাশাপাশি ত্রিপাক্ষিক কমিটিকে 'ফায়ার সার্টিফিকেট' জমা দেবে কর্তৃপক্ষ। একমাসের মধ্যে শৌচালয়ের নবনির্মাণ হবে, পৃথক শৌচালয় হবে মহিলাদের জন্য। ২০ দিনের মধ্যে ক্যান্টিন সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ হবে। ৩০ দিনের মধ্যে শুটিংয়ের সরঞ্জাম পৃথকভাবে রাখতে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ গোডাউনের ব্যবস্থা করে দেবে। ফেডারেশন সভাপতির হস্তক্ষেপে ফ্লোরের বাইরে অথচ স্টুডিও চত্বরে শুটিংয়ের ভাড়া অর্ধেক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জোন ছাড়া অন্য কোথাও ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

৮
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

# আমার বাংলা

27 July, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## বর্ধমান-বীরভূম সড়কপথে যোগাযোগে নির্মিত স্থায়ী সেতু

# ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

**সংবাদদাতা, কাঁকসা :** দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে ২৮ জুলাই। পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের মধ্যে সড়কপথে আরও একটি স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হতে চলেছে সেদিন। কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলি পর্যন্ত নির্মিত স্থায়ী সেতুটির বীরভূমের সভা থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিজ উদ্বোধনের আগে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। শনিবার ব্রিজ পরিদর্শন করেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য। ভবানীবাবু জানিয়েছেন, দুই জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলি যাওয়ার জন্য অস্থায়ীভাবে বালিমাটি দিয়ে সেতু নির্মাণ হত যা বর্ষার সময় অজয়ের জলে ভেসে যেত। সেই অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ায় দুই জেলার মানুষকেই দুর্ভোগে পড়তে হত। যাতায়াত ব্যবস্থা এক মাসেরও বেশি বন্ধ থাকত। নৌকা পরিষেবা চালু থাকলেও বড় গাড়ি ও বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকত।

■ সেতু উদ্বোধনের আগে পরিদর্শনে জেলাশাসক-সহ প্রশাসন কর্তারা। শনিবার।

এলাকাবাসীর বহুদিনের দাবি ছিল, ওই জায়গায় স্থায়ী সেতু তৈরি হলে দুই জেলার মানুষ উপকৃত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন দুই জেলার মানুষই। অবশেষে মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সেইমতো কয়েক বছর ধরে ব্রিজ নির্মাণ শুরু হলেও কাঁকসার শিবপুরের দিকে জমি-জটের কারণে থমকে ছিল কাজ। পরে প্রশাসনিক তৎপরতায় জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জমি সমস্যা কাটিয়ে কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হলেও উদ্বোধন হয়নি কারণ এলাকার মানুষ ও দুই জেলার প্রশাসন চেয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়েই এর উদ্বোধন হোক। অবশেষে উদ্বোধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় শনিবার ব্রিজ পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসন। জানা গিয়েছে বীরভূমের সভামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী যখন এই সেতুটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন সেই সময় ব্রিজের উপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই-সহ জেলা প্রশাসন।

## আজ বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী, কাল বাংলার অস্মিতা রক্ষার মিছিলে

**সংবাদদাতা, বীরভূম : বাংলা ভাষা ও বাংলার অস্মিতা রক্ষায় জোর আন্দোলন শুরু হতে চলেছে বীরভূমের মাটি থেকে, এমনটাই ধর্মতলার একুশের মঞ্চ থেকে জানিয়ে ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীরভূমের জেলা সভাধিপতি কাজল শেখকে তিনি বলেন, ২৭ জুলাই নানুর গণহত্যা দিবস গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। আজ, রবিবার সেই ২৭ জুলাই বীরভূমে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কর্মভূমিতে বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে ৪ কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করবেন তিনি সোমবার। দলনেত্রীর এই বার্তা পাওয়ার পরেই জেলাজুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা। জেলার দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বোলপুর-ইলামবাজার, বোলপুর-নানুর, বোলপুর-সিউড়ি, রাস্তাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর বড় বড় ব্যানার, বোর্ডিং লাগানো হয়েছে। বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, একুশে জুলাই দলনেত্রী তাঁর বক্তব্যে বীরভূম আসার কথা ঘোষণা করবেন আগে বুঝতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর আমাদের কাছে সব সময় বাড়তি পাওনা। উনি এলেই জেলার জন্য প্রচুর উন্নয়নমূলক প্রকল্প উপহার দিয়ে যান। যা মুখ্যমন্ত্রীর সৈনিক হিসাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। উনি নিজের মুখেই যখন ঘোষণা করেন বীরভূমে এসে বাংলা ভাষার অস্মিতার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করবেন তখন আমরা নতুন করে বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উৎসাহ পেলাম। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলানো অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। যেভাবে দেশে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বাঙালিদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো এ দেশে একমাত্র সাহস রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে কোনওভাবেই দমাতে পারেনি কেন্দ্রের বিজেপি।

সোমবার বিকেলের পদযাত্রায় ঠিক কত লক্ষ মানুষ অংশ নেবেন সেটা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে জানান কাজল। তবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যে কেন্দ্রীয় সরকারের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হতে চান সেটা স্পষ্ট করেন তিনি।

## তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত বিজেপি

**সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর :** ফের মুর্শিদাবাদে খুন হলেন তৃণমূল সমর্থক প্রতীপ পাল (৪৭)। পুরনো বিবাদের জেরে তাঁকে বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী পিটিয়ে খুন করে বলে পরিবারের অভিযোগ। গত একুশে জুলাই প্রতীপকে মারধর করা হয় রেজিনগরের আন্দুলবেড়িয়ায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি ভর্তি ছিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকাকালীন শুক্রবার গভীররাতে মৃত্যু হয় প্রতীপের। প্রসঙ্গত, মাত্র তিনদিন আগেই ভরতপুর থানার এক গ্রামে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় এক তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় টোটোচালক প্রতীপ পাল ২১ জুলাই কয়েকজন যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় আন্দুলবেড়িয়া কলোনির ক'জন যুবক বন্দুক দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায়। মৃতের কাকা চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতীপকে বিজেপি কর্মীরা মারধর করে। ঘটনায় সাগর-সহ কজনের বিরুদ্ধে রেজিনগর থানায় অভিযোগ করা হয়। সেই সাগর ও তার সাগরেদদের হাতেই মার খেয়েই মারা গেল ভাইপো।

■ মৃত প্রতীপ পাল।

## বিধায়কের উদ্যোগে ডেবরায় চারা বিলি

■ চারা দিচ্ছেন বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর।

**সংবাদদাতা, ডেবরা :** শুক্রবার ডেবরা ব্লকের ডেবরা বাজার সংলগ্ন ওভারব্রিজের নিচে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর কাস্ট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ডেবরা জোনের ব্যবস্থাপনায় বন মহোৎসব পালন চলছে। **ডেবরা জোনের উদ্যোগে আয়োজিত এই** কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর, শান্তি টুডু, সীতেশ ধাড়া, কাস্ট ব্যাবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্ব গোলাম মহম্মদ প্রমুখ। এদিন ডেবরা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনের হাতে বিভিন্ন ফলের চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।

## খুঁটিপুজোয় বিধায়ক ও নেতৃত্ব

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** বেনাচিতি প্রভাত সংঘের মহিলা পরিচালিত ৫ম বর্ষের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো হল শনিবার। এ বছর জয়সলমিরের অমর সাগর জৈন মন্দিরের আদলে পুজোমণ্ডপ গড়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ পরিয়াল, ধর্মেন্দ্র যাদব, সুতপা বকসী, রাজু সিং, ক্লাব সম্পাদক বিট্টু সান্যাল।

■ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

## নিখোঁজ শিশুকন্যার তল্লাশিতে

**সংবাদদাতা, বাঁকুড়া :** নিখোঁজ শিশুকন্যার খোঁজে তল্লাশিতে নেমে বাড়ির অদূরে থাকা ঝোপ থেকে বেশ কিছু হাড়গোড় উদ্ধার করল পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার ভোরে বাঁকুড়া সদর থানার বগা গ্রামে মা-বাবা প্রশান্ত বাউরি ও মুন্নি বাউরির সঙ্গে শুয়ে থাকা দেড় বছরের শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। ৩ দিন লাগাতার তল্লাশির পর শনিবার সন্ধ্যায় সরঝোপে তল্লাশির সময় হাড়গোড় পায় পুলিশ। এদিকে নিখোঁজ শিশুর বাবা-মাকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের অসংলগ্ন কথায় সন্দেহ তীব্র হয় পুলিশের। শনিবার বিকালে পাওয়া হাড়গোড়গুলি কোনও শিশুর বলেই প্রাথমিক ধারণা পুলিশের।

# মিড-ডে মিলে তালের বড়া, খুশিতে আত্মহারা পড়ুয়ারা

**তুহিনশুভ্র আগুয়ান • হলদিয়া**

বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সঙ্গে মিড-ডে মিলের পাতে তালের বড়া পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল খুদে পড়ুয়ারা। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ডিঘাসীপুর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের মেনুতে ভাত, ডাল, তরকারির পাশাপাশি ছিল অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে তালের বড়া। মহা-আনন্দে তালের বড়া খেতে খেতে বর্ষা উপভোগ করল পড়ুয়ারা। এর আগে একাধিকবার এই স্কুলের মিড-ডে মিলে স্বাদবদল ঘটাতে দুধ-কলা, মাংস, আম-কাঁঠালের পাশাপাশি মাংসেরও আয়োজন করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এবার বর্ষার দিন পড়ুয়াদের মেনুতে বদল আনতে অন্য কিছু

চিন্তা করেন তাঁরা। সেইমতো সকাল হতেই গ্রামে গ্রামে পাকা তালের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সব কিছু জোগাড়যন্ত্রের পর স্কুলের মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরাই বসে যান পড়ুয়াদের জন্য তালের বড়া বানাতে। এদিন প্রায় ২০৩ জন ছাত্রছাত্রী সেই তালের বড়া খেয়ে প্রায় নন্দের মতো আনন্দে মেতে ওঠে। পঞ্চম শ্রেণির সাজদা পারভিন ও সেক মুজাহিদ বলে, প্রত্যেকদিন ভাত, ডাল, তরকারি হয় স্কুলে। কিন্তু আজ তালের বড়াও হয়েছে। খুবই ভাল লাগছে তালের বড়া করায়। আমাদের স্কুলে প্রায়ই নতুন নতুন রান্নাবান্না হয়। স্কুলের সহশিক্ষক যশরাজ ব্রহ্মচারী বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে মরশুম অনুযায়ী ফল ও বিভিন্ন খাবার খাওয়ানো হয়। আজ মিড-ডে মিলের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের তালের বড়া ও গুলগুলো খাওয়ানো হল। তালের বড়া ও গুলগুলো খেয়ে বাচ্চারা খুব মজা পেয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমার বাংলা

27 July, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

শুক্রবার রাতে বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মেমারির রসুলপুরে নবম শ্রেণির ছাত্র রনি তুড়িকে (১৫) সাপে কামড়ায়। পরিবারের সদস্যরা সাপটি ধরে ব্যাগে ভরে রনিকে নিয়ে মেমারি হাসপাতালে যান। অবস্থা খারাপ হওয়ায় বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত্যু হয় রনির

## ধরাশায়ী বিজেপি খেজুরির দুই সমবায়ে বিপুল জয় তৃণমূলের

■ খেজুরি ১ ব্লকের বিক্রমনগরে সমবায় ভোটে জিতে উল্লাস তৃণমূলের।

**সংবাদদাতা, খেজুরি :** একই দিনে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে দুই সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল। দুটি সমবায়েই তৃণমূল প্রার্থীদের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। জানা গিয়েছে, খেজুরি ১ ব্লকের বিক্রমনগর কল্যাচক ঠাকুরনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে মোট ৯টি আসনের সব ক'টিই জিতে নেয় তৃণমূল। গোহারা হয় বিজেপি। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের হাতেই ছিল। এটি যে লাক্ষী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই গ্রাম পঞ্চায়েতও বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। তৃণমূলের এই বিপুল সাফল্যে শনিবার সবুজ আবির নিয়ে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন নেতা-কর্মীরা। এই সমবায়ের মোট ভোটার ৭০৩। ভোট পড়ে ৬৩১টি। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বিমান নায়ক, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরূপ দাস-সহ অন্যরা। তাঁরা বলেন, মানুষ বিজেপির রূপ বুঝে গিয়েছে। তাই যেখানেই ভোট হচ্ছে তৃণমূল জিতছে। অন্যদিকে শনিবার খেজুরি ২ ব্লকের দেখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনেও মোট ৯ আসনের ৬টিতেই জয় পায় তৃণমূল। বাকি তিনটি বিজেপি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে ওই সমবায়েও বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল। বছরখানেক আগে এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয়। মাসখানেক আগে নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। সব ক'টি আসনেই প্রার্থী দেয় দুই দলই। শনিবার কড়া নিরাপত্তায় নির্বাচন হয়। এই সমবায় যে হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে সেখানে বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায়। খেজুরি বিধানসভাও বিজেপির দখলে। তাই এই এলাকায় তৃণমূলের জয় বড়সড় সাফল্যই বলা চলে। এই সমবায়ে মোট ভোটার ৬৬১। ভোট পড়েছে ৬৪৯টি। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান খেজুরি ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্ভব দাশ, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদ সদস্য রামকৃষ্ণ দাস-সহ অন্যরা। তাঁদের বক্তব্য, মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ভোট বাক্সই তার প্রমাণ। মানুষ যেখানেই ভোট দিতে পারবে সেখানেই বিজেপি হারবে।

## ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ-মিছিল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ২৫ পরিবার

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ভাষার অপমানের বিরুদ্ধে শনিবার বিকেলে নয়াগ্রাম বাজারে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করল নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল। মিছিলে পা মেলান দলীয় কর্মী ও নেতৃত্ব। মিছিল শেষে শীতলপুরার বিজেপি ছেড়ে ২৫টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি রমেশ রাউত-সহ অন্যরা।

### মানুষের স্বার্থে প্রতিশ্রুতিরক্ষায় পদক্ষেপ সাংসদ ও রাজ্যের

## ১৫৮ কোটিতে হচ্ছে নয়া ২ সেতু

**সংবাদদাতা, খড়্গপুর :** ভোটের সময় মানুষকে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখেন না বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। এমন উদাহরণ নেহাত কম নয়। কিন্তু তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো নজির দেখা যায়। ভোটের সময় এলাকার মানুষের স্বার্থে দেওয়া কথা রাখলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া। ফলে ফের প্রমাণিত হল তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দুটি নতুন ৪ লেন বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে দ্রুত। এই কাজ শুরু শুধুই সময়ের অপেক্ষা। প্রশাসন কর্তারা জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই ওই সেতু নির্মাণের আর্থিক অনুমোদন মিলেছে। সাংসদ জুন মালিয়ার পর্যবেক্ষণে সেতু তৈরির কাজ দ্রুত শুরুরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পূর্ত বিভাগের উদ্যোগে এই দুই নয়া সেতু নির্মাণের জন্য খরচ হবে ১৫৮.২৫ কোটি টাকা। জানা গিয়েছে, এই দুটি সেতু নির্মাণ হলে মালবাহী ট্রাক, বড় লরির যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

■ মোহনপুরের কংসাবতী নদী।

আগে প্রায় ৭০ কিলোমিটার ঘুর পথে যেত পণ্যবাহী গাড়ি। সেতু দুটি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এদিন সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, মেদিনীপুরের সাংসদ হিসেবে আমি গর্বিত। নির্বাচনের সময় সেতু নিয়ে সমস্যার কথা সাধারণ মানুষ জানিয়েছিলেন। সেই সময়ই ঠিক করি, দ্রুত সেতু তৈরির চেষ্টা করব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই সেতু তৈরি হবে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে সহযোগিতা পেয়েছি। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। সাংসদ জুন মালিয়া সহযোগিতা করায় দুটি নতুন সেতু তৈরি হবে। গোটা প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছে। এই নিয়ে একাধিক বৈঠকও হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার চাইছে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তা, সেতু তৈরি করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা। সেই লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন একাধিক প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। শুধু পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ১ হাজারের বেশি রাস্তা সংস্কার হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় সেতু তৈরি হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তবে কয়েক বছর ধরেই জেলার এই দুটি সেতু সংস্কারের দাবি উঠতে শুরু করে। জানা গিয়েছে, সাংসদ ও প্রশাসনের উদ্যোগে কংসাবতী নদীর উপর ১.৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মোহনপুর সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। অপরদিকে, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গড়বেতায় শিলাবতী নদীর উপর ০.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ অন্য সেতুটিও তৈরি হবে। ধাদিকা এলাকায় এই সেতু তৈরি হলে সড়কপথে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত হবে।

## বজ্রাঘাতে মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ অনুদান জেলা প্রশাসনের

**পূর্ব বর্ধমান**

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানে বজ্রাঘাতে মৃত ৬ জনের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২ লক্ষ টাকা করে তুলে দেওয়া হল শনিবার। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের আরুই গ্রামের সনাতন পাল, রায়না ১ ব্লকের তেগুল গ্রামের অভিজিত সাঁতরা, মঙ্গলকোটের চানক গ্রামের বুড়ো মার্ডি, গলসী ১ ব্লকের লোয়া-কৃষ্ণপুরের মদন বাগদি, আউশগ্রাম ১ ব্লকের বেলারি তাঁতিপুকুরের রবীন টুডু এবং খণ্ডঘোষের মুইধারা গ্রামের বাসিন্দা পরিমল দাস বজ্রাঘাতে মারা যান। শনিবার রবীন টুডুর মা চম্পা টুডু এবং বাকি মৃতদের প্রত্যেকের স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া জেলা প্রশাসনের তরফে। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ জানান,বজ্রাঘাতের জেরে জেলায় একই দিনে ৬ জনের মৃত্যু হয়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের পক্ষে মৃতদের পরিবারকে সব রকম সহযোগিতাও করা হয়। রবিবার জেলা প্রশাসনের তরফে মৃতদের পরিবারবর্গের হাতে সরকারিভাবে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মাঠে থাকাকালীন ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে কী কী করণীয় সে বিষয়ে গ্রামে গ্রামে মাইকিং, পথনাটিকা, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

■ মৃতের পরিবারের হাতে সরকারি অনুদানের চেক দেওয়া হচ্ছে।

## আট দিনে নাসিকে উদ্ধার নিখোঁজ ছাত্রী

**আসানসোল**

**সংবাদদাতা, আসানসোল :** আটদিন পর আসানসোলের সালানপুর থেকে অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার হল মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে। তার মোবাইল ফোনের টাওয়ার ট্র্যাক করে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জুলাই সালানপুর থানার বনজেমারি এলাকার দশম শ্রেণির এক ছাত্রী টিউশন যাওয়ার পর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে ওই ছাত্রীর মোবাইল থেকে ম্যাসেজ করে ৩ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এমনকী ছাত্রীর মোবাইল থেকে পরিবারকে ভিডিও কল পর্যন্ত করা হয়েছিল। সালানপুর থানার পুলিশ অপহরণের মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ঘটনার আটদিনের মাথায় মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রের খবর, ছাত্রীটি অপহরণ হয়নি, পুরোটাই একটা সাজানো ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রীকে নাসিক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আসল ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## রাজ্য সড়কে লরি আটকে চলল রামলালের দাদাগিরি

**ঝাড়গ্রাম**

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** খাবারের খোঁজে ফের রাস্তা আটকে দাদাগিরি দাঁতাল রামলালের। শনিবার ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি রাজ্য সড়কের জিতুশোলে একটি লরির পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে রামলাল। ফলে প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরুদ্ধ থাকে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি রাজ্য সড়ক। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রিবাহী বাস থেকে পণ্যবাহী ট্রাক ও ছোট-বড় নানা গাড়ি। যদিও রামলাল কারও কোনও ক্ষতি করেনি। তবে রামলালের এই রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকার খবর পেয়েই সেখানে ভিড় জমান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনকর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বনকর্মীরা রামলালকে রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে স্থানীয় জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেন। রাস্তার উপর থেকে সরে শেষ পর্যন্ত রামলাল জঙ্গলের দিকে চলে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে রামলালকে দেখার জন্য মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। বনকর্মীরা এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। ফের রামলাল এলাকায় প্রবেশ করলে বিষয়টি বন দফতরকে জানানোর জন্য গ্রামবাসীদের বলা হয়।

১০
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

27 July, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

# অপারেটিং ক্রেশ নিয়ে কেন্দ্রের মিথ্যাচার নিয়ে সরব ঋতব্রত

**প্রতিবেদন :** চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার নানা সুযোগ-সুবিধা করে দিলেও কেন্দ্র সরকার একেবারেই উদাসীন। উল্টে তারা নানারকম মিথ্যাচার করছে। কেন্দ্র সরকারের অধীন অ্যান্ড্রু ইয়ুল গোষ্ঠীর কারবালা, নিউ ডুয়ার্স, বানারহাট ও চুনাভাট্টি চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের জন্য কোনও অপারেটিং ক্রেশ আছে কিনা রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী ভূপতিরাজু শ্রীনিবাস বর্মার কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কারবালায় একটি, নিউ ডুয়ার্সে দুটি এবং বানারহাট ও চুনাভাট্টিতে একটি করে, মোট পাঁচটি অপারেটিং ক্রেশ রয়েছে। মন্ত্রীর কাছে এই জবাব পাওয়ার পর ঋতব্রত তাঁদের আইএনটিটিইউসি-র শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের খোঁজখবর নিতে বলেন। নেতারা সেই ক্রেশগুলোর ভিডিও তুলে তাঁকে পাঠান। তাতে দেখা যায়, ক্রেশ নামে যেগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারেই মানুষের বসবাসের অযোগ্য। এগুলোকে আর যাই বলা হোক, কোনও মতেই অপারেটিং ক্রেশ বলা চলে না। এর পরই কেন্দ্রের মিথ্যাচার নিয়ে সরব হন ঋতব্রত। বলেন, এই হল কেন্দ্রের শ্রমিকদরদি নীতি। গোয়ালঘরের মতো কয়েকটা ঘরকে তারা শ্রমিকদের অপারেটিং ক্রেশ বলে চালাতে চাইছে! ঋতব্রত এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই চা-সুন্দরী প্রকল্প এবং অন্য বহু প্রকল্প চা-শ্রমিকদের জন্য করে দিয়েছেন। অপারেটিং ক্রেশের ব্যাপারেও তাঁকে কিছু করার জন্য অনুরোধ করা হবে বলে তিনি জানান।

এই নাকি অপারেটিং ক্রেশের নমুনা!

থানায় উদ্ধার করা বেআইনি মদ। শনিবার।

## জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিশেষ পুলিশি অভিযান

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** জেলা জুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ একইদিনে প্রতিটি থানা ও ফাঁড়িতে একযোগে চালাল। এই বিশেষ অভিযানে নির্দিষ্ট মামলায় ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি ২১ জন দাগি আসামিকেও পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের সম্ভাবনা রুখতে ২৯৭ জনকে প্রতিরোধমূলক আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন জেলার বিভিন্ন থানার অধীনে ৭৭টি জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে। ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ ও যানবাহন সংক্রান্ত অনিয়মে ৯৪৩টি মামলা রুজু হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ১৪টি জায়গায় নাকা চেকিং চালানো হয়। অভিযানে পুলিশের নজরে ছিল বেআইনি মদের উৎপাদন ও মজুতেও। তাতে ২২৪.৭২৫ লিটার অবৈধ মদ তৈরির কাঁচামাল এবং ৪৫৫ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে আটজনকে। জুয়া খেলার অভিযোগে ৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ৮৪০৫ টাকা জব্দ করা হয়েছে। এই অভিযানে রাজগঞ্জ থানার অধীন একটি বিশেষ মামলায় ছটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে, বিশেষ আইনের ধারায় সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একইসঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়া ১২০০ লিটার অবৈধ মদ তৈরির কাঁচামাল ধ্বংস করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবহালে উমেশ গনপত জানান, জেলার প্রতিটি থানাকে একযোগে সক্রিয় রেখে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আমরা জেলাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে।

## ভাষা সন্ত্রাসে হরিয়ানা ছেড়ে চাঁচলে ৩০ শ্রমিক

**সংবাদদাতা, মালদহ :** ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাংলার শ্রমিকেরা। হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে ট্রেনে করে মালদহের চাঁচলে ফিরে এলেন ৩০ জন শ্রমিক। অভিযোগ, হরিয়ানায় বাংলায় কথা বলার জন্য বারবার সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল, এমনকি বাংলাদেশি ভেবে পুলিশি জেরাও সইতে হয়েছে তাঁদের। আতঙ্কে এবং আর্থিক টানাপড়েনে বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছেন তাঁরা। চাঁচলের বিভিন্ন গ্রামে এই শ্রমিকেরা থাকেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই একাধিক শ্রমিককে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে নানা প্রশ্ন করে হেনস্থা করে। কাজের জায়গাতেও মালিকপক্ষ বৈষম্যমূলক আচরণ করছিল বলে অভিযোগ। কেউ কেউ বলেন, কাজ করতে গিয়ে বাঙালি পরিচয়ে অপমানিত হয়েছি। যেখানে কাজ করছিলাম, সেখানকার মানুষই আমাদের সন্দেহ করত, তাই আর থাকা যায়নি। রবিউল করিম জানান, সেলসম্যানের চাকরি করে ভালই আয় হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে পড়ল যে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরতে হল। এখন গ্রামে কাজ নেই, সংসার কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। একই সুর শাহাবুদ্দিনের গলায়।

## কম্বোডিয়া থেকে প্রতারণা পুলিশের জালে পাণ্ডা মাসুদ

### জেলা সাইবার পুলিশের সাফল্য

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** জলপাইগুড়িতে সাইবার প্রতারণার এক বড়সড় চক্র ফাঁস করল জেলা পুলিশ। আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রতারণাচক্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তদন্ত চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা মাসুদ হুসেনকে, যিনি মূলত কম্বোডিয়া থেকে পরিচালিত চক্রের ভারতীয় সংযোগ হিসেবেই কাজ করছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের এই সাফল্যে ফের প্রমাণ হল রাজ্যের পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতারণা দমনে কতটা দক্ষ। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শৌভনিক মুখোপাধ্যায় জানান, ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়ার বাসিন্দা শুভজিৎ দে সাইবার থানায় প্রতারণার অভিযোগ করেন। জানান, দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে আসা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে অনলাইনে বিনিয়োগ করানো হয়। প্রথমে সামান্য রিটার্ন দিলেও পরে 'উইথড্রয়াল চার্জ' সহ নানা অজুহাতে প্রায় ২০.৬৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। জেলা পুলিশের সাইবার শাখা তদন্তে নেমে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও লেনদেনের উৎস বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত মাসুদ হুসেনের নাম ও ঠিকানা পায়। এরপর একটি বিশেষ তদন্তকারী দল মুর্শিদাবাদে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসে। অভিযুক্তের কাছ থেকে ৫.৮৩ লক্ষ টাকার প্রতারণার লেনদেন আটক করা সম্ভব হয়েছে। এএসপি জানান, এধরনের প্রতারণায় সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অচেনা সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যোগ না দেওয়া, নিজের ব্যাঙ্কিং তথ্য না ভাগ করা এবং বিনিয়োগের আগে যথাযথ সংস্থা যাচাই করা আবশ্যিক।

## ধন্যবাদজ্ঞাপন

**সংবাদদাতা, দার্জিলিং :** রঙ্গিতের ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি) সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রকল্পে সহৃদয় সাহায্যের জন্য তাদের ধন্যবাদজ্ঞাপক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ডিসট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট, আশীর্বাদ চিলড্রেন হোমে। ওই সংস্থার সাহায্যের কারণে ইনস্টিটিউশনে যে ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারা উপকৃত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন তেনজিং ডি ডেনজোংপা, শ্রাবণকুমার মিশ্র, প্রবীণ সুবর্ণ প্রমুখ।

## চা-শ্রমিকদের জন্য চক্ষুশিবির

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** স্বাস্থ্য দফতরের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, দিনভর হাড়ভাঙা খাটলেও নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট সচেতন নন চা- শ্রমিকেরা। অসুস্থ হলেও সহজে এঁরা চিকিৎসক বা হাসপাতালের শারণাপন্ন হন না। এই সব কারণেই ডুয়ার্সের বহু চা-বাগানের একটা বিরাট অংশের চা-শ্রমিক চোখের সমস্যায় ভুগছেন। সময়মতো ছানি অপারেশন না করানোয় অনেকে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে চলতি মাস থেকে জেলার ৬৪টি চা-বাগানে নিয়মিত চা-শ্রমিকদের চোখপরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। ওই শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা অংশ নেবেন। কারও অস্ত্রোপচার দরকার হলে অক্টোবর মাসে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে তা হবে।

## নকশালবাড়িতে জেব্রা টি স্টেটে জয় জোহার স্কুল

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং নর্থ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগিতায় শনিবার নকশালবাড়ির মণিরামের জেব্রা টি স্টেটে জয় জোহর স্কুলের উদ্বোধন করা হল। এই স্কুলের লক্ষ্য আদিবাসী শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা। জানালেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেয়াল। এদিন একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ওই স্কুলে এবং শিশুদের মধ্যে শিক্ষা-উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উপজাতীয় শিশু এবং অভিভাবকদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছিলেন আনন্দ ঘোষও। স্কুলটির প্রতিষ্ঠা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলিকে ক্ষমতায়িত করবে, তাদের জীবনে উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ প্রদান করবে, জানান সঞ্জয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্যপ্রদেশে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন একই পরিবারের ৪ জন। শনিবার ভোরে সাগর জেলার বাসিন্দা মনোহর লোধী, তাঁর মা ও সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয় তেহর গ্রামে তাঁদের বাড়ি থেকে। আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত নয় পুলিশ

# দিল্লি দরবার

27 July 2025 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

## শাহের পদত্যাগ দাবি করল তৃণমূল

# নিজেদের তথ্যেই প্রমাণিত কমিশনের চরম গাফিলতি

**প্রতিবেদন:** বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে কমিশন যে তথ্য দিয়ে নিজেদের স্বচ্ছ দেখাতে পেশ করেছে তাতে কমিশনের চূড়ান্ত গাফিলতি স্পষ্ট। সেই সঙ্গে যে ৫৬ লক্ষ মানুষকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন, তাদের ভিন রাজ্য বা ভিনদেশের বাসিন্দা হিসাবে অভিযোগ তুলেছিল তারা। সেখানেই এসআইআর ইস্যুতে প্রথম সরব হওয়া তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হল, সীমান্ত দিয়ে ৫৬ লক্ষ মানুষ অনুপ্রবেশ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কী করছিলেন? এই দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে শাহর পদত্যাগ দাবি করে তৃণমূল। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়, কীভাবে কমিশন নিজেদের দেওয়া তথ্য নিজেদের গাফিলতি প্রমাণ করেছে।

বিহারের খুবই সফলভাবে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিউ-এর কাজ হয়েছে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রমাগত তথ্য পেশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই তথ্য তুলে ধরে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রশ্ন তোলেন, তথ্যে দেখা যাচ্ছে ২২ জুলাই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারা যায়নি এরকম ভোটারের সংখ্যা ১১,৪৮৪ জন। আর ২৩ জুলাই তথ্যে দাবি করা হচ্ছে পৌঁছাতে পারা যায়নি এরকম ভোটার ১ লক্ষ। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৮০ হাজার ৫০০ ভোটার যুক্ত হল কীভাবে? এখানেই শেষ নয়। কমিশনের তথ্য তুলে ধরে মহুয়া দাবি করেন, ৮৮ শতাংশ কাজ যখন হয়ে গিয়েছিল তখন ৩৫ লক্ষ মানুষকে ভুয়ো বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ছিল বলে জানানো হয়। ৯৮ শতাংশ কাজ যখন হল তখন ৫৬ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ৭৭ লক্ষ মানুষকে সমীক্ষা করে ২১ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমীক্ষায় এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে বাদ দিচ্ছেন! কমিশনের এই বিস্ময়কর পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট কমিশনের কাজের গাফিলতি। সেখানেই তৃণমূল সাংসদের প্রশ্ন, ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া এই ৫৬ লক্ষ মানুষ ভোটার তালিকায় আচমকা এল কোথা থেকে। আপনারা তো বিহারে ক্রমাগত সমীক্ষা করে চলেছেন। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসেও রিভিশন হয়েছে। তারপরেও কোথা থেকে এত ভুয়ো ভোটার। তার মানে কী এতদিন পর্যন্ত যত রিভিশন হয়েছে সব বেকার ছিল। নির্বাচনমুখী বিহারে বিজেপি ও কমিশনের যৌথ খেলায় পর্দাফাঁস হয়ে গিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর। কমিশনই জানিয়েছে ভুয়ো ভোটারা কেউ বাংলাদেশ, কেউ মায়ানমার আবার কেউ নেপালের বাসিন্দা। সেখানেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া দাবি করেন, বিহারের সীমান্ত দেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বেআইনি অনুপ্রবেশের দায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। যদি বলা হয় ৫৬ লক্ষ মানুষ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, বিদেশি, তাহলে আপনি কী করছিলেন। সীমান্ত যদি আপনি রক্ষা করতে না পারেন তাহলে আপনি ইস্তফা দিন।

## টাকা দিলে পাশ করায়, না দিতে পারলে রক্ত শুষে নেয়

# বিজেপি শাসিত রাজস্থানে ডাক্তারি শিক্ষায় দুর্নীতি, আত্মঘাতী ছাত্রী

**প্রতিবেদন:** নিজের জীবন শেষ করে দিয়ে দেখিয়ে গেলেন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ডাক্তারি শিক্ষাতেও কেমন করে শিকড় বিছিয়েছে দুর্নীতি। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে রাজস্থানের উদয়পুরে আত্মঘাতী হলেন ডাক্তারি পড়ুয়া। এই আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কলেজের পড়ুয়ারা। প্রশ্ন, একের পর এক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ জানিয়ে কেন আত্মঘাতী হচ্ছেন পড়ুয়ারা? বারবার অভিযোগ জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়ায় ওড়িশার বালেশ্বরে কলেজের মধ্যে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন এক ছাত্রী। এবার উদয়পুরের প্যাসিফিক

ডেন্টাল কলেজের এক ছাত্রী সুইসাইড নোটে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁর সহপাঠী। পুলিশ এসে উদ্ধার করে দেহ। এর পরেই দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কলেজ পড়ুয়ারা। মিলেছে সুইসাইড নোট। তাতে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সুইসাইড নোটে লেখা, 'ইচ্ছা করে পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দিচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। টাকা চেয়ে চাপ দিচ্ছে। টাকা দিলে পাশ করায়। না দিতে পারলে রক্ত শুষে নেয়। ২ মাসের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। ২ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কবে ডিগ্রি পাব, ঈশ্বর জানেন।'

দোষীদের শাস্তির দাবিতে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, পরীক্ষা ও নানা অজুহাতে পড়ুয়াদের চাপ দেওয়া হয়। মানসিক নির্যাতনও চলে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## দিল্লিতে রহস্যমৃত্যু মহিলা এসআইয়ের

**প্রতিবেদন:** দিল্লিতে রহস্যমৃত্যু পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরের। রাজধানীর রোহিণীর সেক্টর ১১-তে তাঁর ফ্ল্যাটে শুক্রবার ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় ২৯ বছরের মহিলা সাব ইন্সপেক্টর সবিতাকে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল দরজা ভেঙে যখন উদ্ধার করা হয় তখন সব শেষ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে গভীর রহস্য। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি তাঁর ঘরে। ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে সংশয়ে তদন্তকারীরা। জানা গেছে মৃতা সবিতা আদতে হরিয়ানার বাসিন্দা।

# আগুন নিয়ে খেলবেন না, প্রতিরোধ হবে এসআইআর নিয়ে হুঁশিয়ারি স্ট্যালিনের

**প্রতিবেদন:** আগুন নিয়ে খেলবেন না। আমাদের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার কোনওরকম অপচেষ্টা হলে সাহসিকতা এবং সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করা হবে। মোদি এবং তাঁর দল বিজেপিকে রীতিমতো কড়া ভাষায় একথা বুঝিয়ে দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তাঁর সাফ কথা, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের অপব্যবহার করা হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে চিরতরে মুছে দেওয়া হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। এসবই করা হচ্ছে বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থে। এক্স হ্যান্ডেলে এদিন বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তামিলনাড়ুর ডিএমকে সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

বিহারের উদাহরণ তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, দিল্লির শাসকরা খুব ভালভাবেই বুঝে গিয়েছেন, একদিন যাঁরা তাঁদের ভোট দিয়েছিলেন, এবারে তাঁরাই ছুঁড়ে ফেলে দেবে শাসনক্ষমতা থেকে। সেই ভয়েই মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন তাঁরা। কিন্তু তামিলনাড়ু এর বিরুদ্ধে অবশ্যই সোচ্চার থাকবে। লড়াই করবে অবিচারের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে। স্টালিন মনে করিয়ে দিয়েছেন, গণতন্ত্র আসলে জনগণের, তাকে চুরি করা যায় না।

# ভুল চিকিৎসায় অসাড় দেহ, স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষিকা

**প্রতিবেদন:** বিজেপি রাজ্যের বেহাল চিকিৎসা ব্যবস্থার শিকার হলেন এক শিক্ষিকা। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতেই বিপত্তির শুরু। ভুল ওষুধের কারণে প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রকান্তা জেঠানির শরীর। তবুও হুইলচেয়ারে শরীরকে বেঁধে নিয়ে দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশে বারবার সরকারের কাছে আবেদন করেও এই জীবন থেকে মুক্তি মেলেনি সরকারি স্কুলশিক্ষিকার। একদিকে শরীরের অসহনীয় অবস্থা, অন্যদিকে ব্যয়সাপেক্ষ জীবন। সরকারের কাছে কোনও সাড়া না পেয়ে এবার রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করলেন চন্দ্রকান্তা।

ভুল চিকিৎসার কারণে প্রথমে শরীরের শক্তি চলে যাওয়া শুরু হতেই বেগতিক দেখে হাসপাতাল থেকে শিক্ষিকা চন্দ্রকান্তাকে একটি আশ্রমে ভর্তি করা হয়। সেখানে রোগ মুক্তির বদলে কঠোর পরিশ্রমে আরও অসাড় হয়ে পড়ে তাঁর শরীর। বর্তমানে তিনি দুটি হাত সামান্য নাড়াতে, ঘাড় নাড়াতে ও পাশ ফিরতে পারেন। বাকি গোটা শরীর যেন জড় পদার্থ।

প্রশাসনের অপদার্থতায় এই শরীর নিয়ে দিনে ৭-৮ ঘণ্টা স্কুলে একভাবে শিক্ষকতা করেন তিনি। নিজের কর্তব্যে কোথাও গাফিলতির চিহ্ন নেই। শারীরিকভাবে তিনি আর বেশিদিন জীবন কাটাতে পারবেন না বুঝতে পেরে ইতিমধ্যে নিজের সব সম্পত্তি সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশোনার উন্নতিতে দান করে দিয়েছেন। নিজের দেহ ডাক্তারি পড়ুয়াদের গবেষণার জন্য এমজিএম মেডিক্যাল কলেজে দানের জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে যেখানে জীবন চালিয়ে যাওয়া দুঃসহ, সেখানে স্কুলেও পড়াতে হচ্ছে তাঁকে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে সেই বিষয়ে সাহায্যের আবেদন করেছেন তিনি বারবার। নারী বিদ্বেষী বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশ সরকার স্বাভাবিকভাবেই সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। এবার তাই তিনি নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে প্যাসিভ ইউথনেশিয়ার আবেদন জানিয়েছেন। কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, অসহনীয় শারীরিক পরিস্থিতি ও সরকারি সাহায্যের অভাব। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় মধ্যপ্রদেশের স্কুল শিক্ষিকা।

# মহারাষ্ট্রের হোমে ধর্ষিতা এইচআইভি কিশোরী

**প্রতিবেদন:** বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ধর্ষকের হাত থেকে রেহাই নেই এইআইভি আক্রান্ত কিশোরীরও। এবারে ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল গেরুয়া মহারাষ্ট্র। লাতুরের একটি হোমে দুবছর ধরে ধর্ষণ করা হয়েছে এইচআইভি আক্রান্ত এক নাবালিকাকে। একটি হোমে থাকত সে। ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই হোমেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। শুধু ধর্ষণই নয়, ধর্ষণের ফলে ওই কিশোরী অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাকে গর্ভপাতেও বাধ্য করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমজনতার অভিযোগ, বিজেপির অত্যন্ত ঢিলেঢালা প্রশাসন এবং অপদার্থতার কারণেই ঘটে গেল এমন ঘৃণ্য ঘটনা। এদিকে ওড়িশার তুমুদিবাঁধ ব্লকের দুই পৃথক সরকারি আবাসিক উচ্চবিদ্যালয়ে দুই নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছে বিরোধীরা। লক্ষণীয়, ওই হোমটিতে রাখা হয় শুধুমাত্র এইচ আই ভি আক্রান্ত শিশুদেরই। ১৬ বছরের ওই কিশোরীও ওই হোমের আবাসিক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২৩-এর জুলাই থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত সে হোমকর্মীর লাগাতার ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনার কথা কাউকে জানালে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে বলে ভয়ও দেখানো হয়েছে তাকে। তবুও সে অভিযোগ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। কমপ্লেন বক্সে চিঠি ফেলার পরে তা ছিঁড়ে ফেলে দেয় হোমের লোকজন। চাপে পড়ে অবশ্য হোমের মালিক, সুপার-সহ ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

**ভয়ঙ্কর ঘটনা দিল্লিতে। ১৪ বছরের নাবালককে ১৩ জন মিলে যৌনহেনস্থা করে কুপিয়ে ফেলে দিল খালে। গত ১ জুলাই ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রধান অভিযুক্ত-সহ মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে**

## সীমান্ত-সংঘাতে মৃত্যু অন্তত ৩০, ঘরছাড়া লক্ষাধিক

# সংঘর্ষবিরতির আর্জি কম্বোডিয়ার যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু থাইল্যান্ডের

**প্রতিবেদন:** কম্বোডিয়ার যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে পাত্তাই দিল না থাইল্যান্ড। সীমান্ত সংঘাতের তৃতীয় দিনে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে কম্বোডিয়া। ৩ দিন ধরে ব্যাপক গোলাবর্ষণের পরে শনিবার থাইল্যান্ডের কাছে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানায় কম্বোডিয়া। রাষ্ট্রসংঘে কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়, থাইল্যান্ডের সঙ্গে আমরা নিঃশর্তভাবে সংঘর্ষবিরতির আর্জি জানিয়েছি। আমরা চাই, দু-দেশের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান। কিন্তু তাদের এই আর্জিতে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, প্রতিক্রিয়াও জানায়নি। এদিকে বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে শুরু হওয়া রক্তস্রোত এখনও অব্যাহত। প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, থাইল্যান্ড বুঝিয়ে দিল, যে যুদ্ধের জন্য তারা

প্রস্তুত। রণাঙ্গণে ইতিমধ্যেই তারা নামিয়ে দিয়েছে নৌবহর। অর্থাৎ, শান্ত হওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে পরিস্থিতি। অবস্থা এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে ব্যাঙ্ককের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটনগুলোতে যাওয়াও এখন ভারতীয়দের পক্ষে রীতিমতো ঝুঁকিবহুল হয়ে উঠছে। শুক্রবার থাইল্যান্ডে ভারতীয় পর্যটকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে ব্যাঙ্ককের ভারতীয় দূতাবাস থেকে। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে কম্বোডিয়া সীমান্ত সংলগ্ন ৭টি থাই প্রদেশ ভ্রমণে। তবে ব্যাঙ্ককগামী উড়ানে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না ভারতীয় পর্যটকদের যাতায়াতেও।

লক্ষণীয়, শনিবার থাইল্যান্ডের নৌসেনা যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে তাতে এটা স্পষ্ট, সংঘর্ষ বিরতি তো দূর অস্ত, বরং সংঘর্ষ আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখনও পর্যন্ত এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা অন্তত ৩০। ঘরছাড়া কয়েক লক্ষ মানুষ। কিন্তু দু-দেশের মধ্যে এই সংঘাতের কারণটা কী? আসলে 'এমারেলড ত্রিকোণ' নিয়ে দু-দেশের মধ্যে সংঘাত নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে উত্তেজনা। বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির-সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড এবং লাওসের সীমানার মিলনস্থল। মূল সমস্যা একটি শিবমন্দিরকে ঘিরে। এলাকাটির দখল কে নেবে, তাই নিয়েই থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল প্রায় ১৫ বছর আগেই। গত মে মাসে নতুন করে শুরু হয় সংঘাত। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোলাগুলি বিনিময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে এফ ১৬ যুদ্ধবিমান নিয়ে কম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়ে আক্রমণ হানে থাইল্যান্ড।

# ইরানে বিচারপতির ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি জঙ্গিদের, নিহত ৮, জখম অন্তত ১৩

**প্রতিবেদন :** অভূতপূর্ব জঙ্গি হানা ইরানে। বিচারপতির ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল সন্ত্রাসবাদীরা। প্রাণ হারালেন অন্তত ৮ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ১৩ জন। নিহত এবং আহতদের মধ্যে যেমন আছেন বেশ কয়েকজন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক তেমনি আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ৩ জঙ্গিরও। জঙ্গি হামলায় সন্ত্রাসবাদীদেরই মৃত্যু হল কীভাবে তা স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান, আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর আগে নিরাপত্তারক্ষীরাও পাল্টা গুলি চালিয়ে খতম করে ওই হামলাকারীদের। তবে অন্য একটি সূত্রের দাবি, মানববোমা হামলা হয়েছে জাহেদানের ওই আদালতে। তবে টানা গুলিবৃষ্টির শব্দেও কেঁপে ওঠে এলাকা। দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সিসতান-বালুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী জাহেদানের এই আদালতেই আচমকা হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, হামলা চালিয়েছে সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-আল-আদল। হামলার দায় স্বীকারও করেছে তারা। কিন্তু কারণটা সুস্পষ্ট নয়। জঙ্গি হামলার প্রত্যক্ষদর্শী বালুচ অধিকার গোষ্ঠী হালভস। তারা জানিয়েছে, সশস্ত্র

সন্ত্রাসবাদীরা সরাসরি বিচারকেদের চেম্বার লক্ষ্য করেই গুলি চালায়। তাতেই মারা পড়েন এবং গুরুতর জখম হন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এবং নিরাপত্তাকর্মীরা। ঘটনার পরেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তাবাহিনী। শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি।

## ফের রাজস্থানে ভাঙল স্কুলের ছাদ

**প্রতিবেদন:** স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়ে জলওয়ারে ৭ পড়ুয়ার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রাজস্থানে ভেঙে পড়ল আরও একটি সরকারি স্কুলের ছাদ। এবার নাগৌরের ডেগানা এলাকায় খারিওয়াস গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্ঘটনা। তবে সেই সময় স্কুলে কোনও পড়ুয়া না উপস্থিত থাকায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ছাদ ভেঙে পড়ার দৃশ্যে শিউরে

উঠেছেন স্থানীয় মানুষ। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিভাবকরা। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁদের একটাই কথা, স্কুল চলার সময় যদি এটা ঘটতো, তাহলে কী সর্বনাশটাই না হতো। এদিকে জলওয়ারের স্কুলের দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, ভেঙে পড়ার আশঙ্কার কথা জানানো হলেও তা কানে তোলেনি কর্তৃপক্ষ।

## পুজো বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

**(প্রথম পাতার পর)** গত বছর রাজ্যের ৪৩ হাজার পুজো কমিটির জন্য অনুদান ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মকুব করা হয়েছিল ফায়ার লাইসেন্স-সহ সমস্ত সরকারি ফি। এ-ছাড়াও পুজো কমিটিগুলিকে ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ বিলে। এবারও একাধিক ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

## বিজেপি বিশ্বের লজ্জা

**(প্রথম পাতার পর)** বাংলা ভাষাভাষী বহু ভারতীয়কে বেআইনিভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি— তারা অনিয়মিত অভিবাসী, এই কথা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, বাংলায় এর বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

## ভোটার বাদ পড়লেই আন্দোলন

**(প্রথম পাতার পর)**

রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নির্বাচন কমিশন এই নিয়ে যা যা করছে, দল এবং আমাদের সরকার এর ওপর নজর রাখছে। এই নিয়ে যা বলার, যা করার আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব সঠিক সময়ে তা করবেন। আমরা এখন শুধু এটুকু বলতে চাই, নির্বাচন কমিশন যেন মনে রাখে, একজন বৈধ ভোটার, একজন বৈধ নাগরিকের গায়ে যেন হাত না পড়ে। যদি বিজেপির হাতে তামাক খেতে হয়, আর সেই তামাক খেয়ে যদি আপনারা একজনও বৈধ ভোটার, যাঁর আধার আছে, প্যান আছে, রেশন কার্ড আছে, নাগরিকত্বের মৌলিক প্রমাণগুলি আছে, তাঁদের যদি হেনস্থা করতে নামেন তাহলে আন্দোলন কাকে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু গোটা দেশকে দেখিয়ে দেবে। কুণাল আরও বলেন, এর মধ্যে যে প্রশাসনিক বিষয় রয়েছে তা নিয়ে রাজ্য সরকার যা করার করবে। কিন্তু এর পিছনে যে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে নির্বাচন কমিশনের, তা নিয়ে আমরা স্পষ্ট বলছি, একসময় বিজেপি বলেছিল, জাতীয় নির্বাচন কমিশন দিয়ে ভোট করাব। করিয়েছে এবং হেরেছে। একসময় বলেছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাব। করিয়েছে এবং হেরেছে। এখন তাই এরা ভোটার লিস্টে কারচুপি করে জিততে চাইছে। পিছনের দরজা দিয়ে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে করেছে। কিন্তু ওখানে পার পেয়ে গেলেও এখানে হবে না। বিহারে প্রতিবাদ হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিষ্কার বলছে, আমরা অনুপ্রবেশ সমর্থন করি না। যদি একজন অনুপ্রবেশকারীও এ রাজ্যে ঢুকে থাকে তাহলে তার দায় কেন্দ্রীয় সরকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং তাদের অধীন বিএসএফের, রাজ্য পুলিশের নয়। বাংলায় যদি ২ জন অনুপ্রবেশকারী ঢুকে থাকেন, তাহলে ত্রিপুরায় ২০০ জন ঢুকেছে। ওটা তো ডবল ইঞ্জিন সরকার, ওখানে তারা কী করছিল? তাঁর আরও সংযোজন, এর আগে ২০২৪-এও ভোট হয়েছে এই ভোটার তালিকা দিয়ে। সেখানে যদি অবৈধ ভোটার থেকে থাকে, তাহলে সেই ভোটারদের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরাও অবৈধ। কারণ অবৈধ ভোটারদের দ্বারা কখনও বৈধ সাংসদ নির্বাচিত হতে পারে না, হতে পারে না বৈধ নির্বাচিত সরকারও।

## গণধর্ষণের শিকার তরুণী

**(প্রথম পাতার পর)**

এর পরেও ওরা কোন লজ্জায় আটকে রাখে অপরাজিতা বিল? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন বলেই কি? ২৪ জুলাইয়ের ঘটনা। বুদ্ধগয়ার বিহার মিলিটারি পুলিশ গ্রাউন্ডে চলছিল হোমগার্ড নিয়োগের পরীক্ষা। বছর ছাব্বিশের এক তরুণী ছিলেন অন্যতম পরীক্ষার্থী। ফিজিক্যাল টেস্ট চলার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। জ্ঞান হারান। তরুণীর অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় চালক-সহ ৩-৪ জন তাঁকে ধর্ষণ করে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয় বুদ্ধগয়া থানায়। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিন্দার ঝড় ওঠে রাজ্য জুড়ে। ধিক্কার ওঠে বিজেপি-নীতীশরাজের বিরুদ্ধে। পুলিশ প্রথমে গা-ছাড়া মনোভাব দেখালেও গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় অ্যাম্বুল্যান্স চালক-সহ ২ অভিযুক্তকে। আইওয়াশ করতে গঠন করা হয় সিটও। এর আগে পুলিশ কনস্টেবলের হাতে ধর্ষণের ঘটনা বিজেপি-শাসিত রাজ্যে নতুন নয়। উত্তরপ্রদেশে সেই ধর্ষণের ঘটনায় এখনও বিচার পাননি ধর্ষিতা। ফলে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বিজেপি ও তার সহযোগী রাজ্যে আরও বেপরোয়া ধর্ষক ও দুষ্কৃতীরা। নির্বাচনমুখী বিহারে সাধারণ নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে সরব খোদ জোট শরিক এলজেপি-র সাংসদ চিরাগ পাসোয়ান।

## চিড়িয়াখানায় পশু লোপাট হয়নি, জানাল কেন্দ্রীয় দল

**প্রতিবেদন :** আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশু-শুমারে গরমিলের অভিযোগে কেন্দ্রীয় কমিটি তদন্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপদের শুমার করা হয়েছে। তাতে পশুর সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানান, চিড়িয়াখানায় পশুদের তালিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠায় বিভাগীয় তদন্ত হয়। এই মুহূর্তে পশু নিখোঁজ বা পাচারের কোনও প্রমাণ নেই। তবে গরমিলের অভিযোগ থাকায় অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনে পশুদের সংখ্যা সংক্রান্ত নথিপত্রে অসঙ্গতি নজরে আসে। আদালতে একটি মামলাও হয়। এরপরই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় বন দফতর। চিড়িয়াখানার আধিকারিকদের থেকে ইতিমধ্যেই তথ্য চাওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। তদন্ত রিপোর্ট হাতে এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান বীরবাহা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পশুর শুমারেও অসঙ্গতি নেই বলে জানানো হয়েছে। এরপর পাখির শুমার হলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন কবি রাহুল পুরকায়স্থ। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বেশকিছু কবিতার বই পেয়েছিল পাঠকপ্রিয়তা। পেয়েছেন রাজ্য সরকারের পুরস্কারও



## স্মরণে

# মহাশ্বেতা দেবী

পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। লিখেছেন সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার নিয়ে। কাজ করেছেন তাঁদের জন্য। হয়ে উঠেছিলেন বঞ্চিত-নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর। তিনি মহাশ্বেতা দেবী। আগামিকাল প্রয়াণদিবস। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

শখের সাহিত্যিক ছিলেন না মহাশ্বেতা দেবী। খ্যাতির মোহ ছিল না। দূরে বসে নয়, তিনি সাধারণ মানুষের কথা লিখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর। তাদের দুঃখ, দুর্দশা জানার পর। এইভাবেই তিনি একটা সময় হয়ে উঠেছিলেন সমাজের বঞ্চিত-নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর। অবহেলিত মানুষের অধিকার নিয়ে লিখেছেন। তাঁদের জন্য কাজ করেছেন।

জন্ম ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি। ঢাকায়। বাবা কল্লোল যুগের সাহিত্যিক মণীশ ঘটক। মা ধরিত্রী দেবী। কাকা ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। শিল্প সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারে বড় হয়েছেন মহাশ্বেতা। ছাত্রী হিসেবে ছিলেন মেধাবী। কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন শান্তিনিকেতনে। পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দুটো কবিতা উপহার দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সাল। তখন অষ্টম শ্রেণি। খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রং মশাল' পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় মহাশ্বেতার। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত লেখাটির শিরোনাম 'ছেলেবেলা'।

১৯৪৭ সালে ঘর বাঁধেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে জন্ম হয় একমাত্র পুত্র নবারুণের। মহাশ্বেতা গভীরভাবে লেখালিখির মধ্যে ডুবে যান মূলত বিয়ের পরই। এক সময় সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে 'সচিত্র ভারত পত্রিকা'য় ফিচার ও গল্প লিখতে শুরু করেন। লেখেন বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানির উপর। 'দেশ' পত্রিকায় সেটা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'ঝাঁসির রাণী' বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ওই বছরই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনি অবলম্বন 'নটী' উপন্যাস রচনা করেন। ১৯৫৮ সালে লোকায়ত নৃত্যগীতির আলোকে রচনা করেন 'মধুরে মধুরে' উপন্যাস। ১৯৫৯ সালে লেখা 'প্রেমতারা' উপন্যাসটি রচনা করেন। এই পর্বে তিনি বিশেষ আঙ্গিকে 'যমুনা কী তীর' (১৯৫৮), 'তিমির লগন' (১৯৫৯) 'রূপরেখা' (১৯৬০), 'বায়োস্কোপের বাক্স' (১৯৬৪) ইত্যাদি উপন্যাস পাঠকদের উপহার দেন।

মহাশ্বেতা দেবীকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদান করছেন নেলসন ম্যান্ডেলা

গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে মহাশ্বেতা রাজনৈতিক চেতনায় ঋদ্ধ ইতিহাস নির্ভর কাহিনির আলোকে ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আঁধার মানিক' (১৯৬৬), 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭)।

তৃতীয় পর্বের সাহিত্যকর্মে অন্ত্যজ শ্রেণির দলিত মানুষের ইতিহাস, যাপিত জীবন তুলে ধরেছেন। লিখেছেন 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৫) 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০), 'বিরসা মুণ্ডা' (১৯৮১), 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮২) 'সুরজ গাগরাই' (১৯৮৩), 'টেরোডাকাটিস, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), 'ক্ষুধা' (১৯৯২), কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯২) ইত্যাদি উপন্যাস। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংকলনগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) ইত্যাদি।

১৯৮০ সালে বাবা মণীশ ঘটকের প্রয়াণের পর মহাশ্বেতা তাঁর বাবার বিকল্পধারার লিটল ম্যাগাজিন 'বর্তিকা' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে জেনেভা মহিলা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন ভারতের। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইংরেজি, জার্মান, জাপনি, ফরাসি, ইতালীয় ভাষার অনূদিত হয়েছে। সেইসঙ্গে অনূদিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন ভাষায়।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের জন্যে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও লাভ করেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, ভুবনমোহিনী দেবী পদক, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্বর্ণপদক, পদ্মশ্রী সম্মাননা, জগত্তারিণী পুরস্কার, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে ম্যাগসাসাই পুরস্কার পান আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে। ১৯৯৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। ২০০১ সালে

ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মান লাভ করেন। ২০১১ সাল থেকে কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০১৬-র ২৮ জুলাই প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবী। আজও তিনি চর্চিত, পঠিত। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাস বিশেষ করে 'হাজার চুরাশির মা' পাঠককে আন্দোলিত করে। ভাবায়।

## ধ্রুপদীভাষা

» 'বিশ্বে সর্বমোট চারটি ধ্রুপদী মহাকাব্য রয়েছে। তার মধ্যে দুটি গ্রীকের। ইলিয়াড ও ওডিসি। দুটিরই লেখক অন্ধকবি হোমার। অন্য দুটি হল ভারতের রত্নাকরকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও বিশ্বগুরু বেদব্যাসের সৃষ্টি মহাভারত।' এইরকমই নানান কথায় ১৩টি প্রবন্ধে 'ধ্রুপদীভাষা' সাজিয়েছেন লেখক সুজিত চক্রবর্তী। এছাড়াও তাঁর 'ছায়াসংসার', 'আত্মঘাতী দিনলিপি', 'ছন্দ', 'ভারতীয় সাধারণতন্ত্র', 'বিষবৃক্ষ এবং বঙ্কিমচন্দ্র', 'আমার মহাপৃথিবী' শীর্ষক লেখাগুলিতে তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেছেন অবলীলায়। কখনও সাহিত্য, কখনও সমাজ সচেতন, কখনও তাত্ত্বিক, কখনও ছন্দোসিক... সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা সাবলীল গতায়াত তাঁর করায়ত্ত। ৩০০ টাকা দামের পরিধি প্রকাশন প্রকাশিত ৮০ পৃষ্ঠার বইটি কিনলে পাঠক অনেক কিছু জানতে পারবেন নিশ্চিত।

## সাগর বেলা

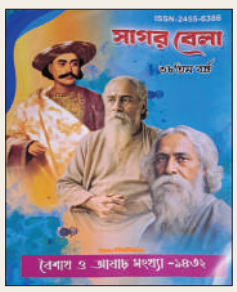


» কুসংস্কার, গঙ্গাসাগর, কপিলমুনি শুধু নয়, সাহিত্য সংস্কৃতিতেও সাগরদ্বীপ যে অনন্য ভাগ্যধর বারিকেরা তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন ৩৮ বছর ধরে 'সাগর বেলা' প্রকাশ করে। নানা কারণে এবারের সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র জীবনে মৃত্যুভীতি, অর্থনৈতিক সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ ও জন মেইনার্ড কেইনস, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি, মহানায়িকা নাট্য সম্রাজ্ঞী সুচিত্রা সেনকে নিয়ে ৮টি রচনা বিভাগকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে। দুর্গাদাস মিদ্যা, সুকুমার প্রামাণিক, রামচন্দ্র ধাড়া, তারাশঙ্কর জানা, রিনা ঘোষদের কবিতাগুলি পড়তে ভাল লাগে। ডাঃ সমীরকুমার প্রামাণিকের 'বিয়ের আগে' স্বাস্থ্য আলোচনা জনস্বাস্থ্যে খুবই উপকারী। ৩০ টাকা দামের ৯০ পাতার পত্রিকাটি সাগরের রুদ্রনগর থেকে নিয়মিত প্রকাশ করে সম্পাদকরা সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

## অনন্যা

» দীর্ঘদিনের সাহিত্যকর্মী পার্থ মৈত্রের সম্পাদনায় নিয়মিত বেরচ্ছে 'অনন্যা'। লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম লিটল ম্যাগাজিন প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র। প্রকাশ শুরুকাল ১৯১৪। এবং বুদ্ধদেব বসুই সবুজপত্রকে প্রথম লিটিল ম্যাগাজিনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শিবশংকর সেনাপতির 'মধুকবির নাট্য প্রতিভা' কলেজ জীবনের স্মৃতি উসকে দেয়। সূর্য নন্দীর 'ওড়িশা-সংলগ্ন মেদিনীপুরে অগ্রহায়ণ মাসের লক্ষ্মীব্রত' যেন গবেষকদের জন্য সাজানো। একমাত্র গল্পটি কবি মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়ার 'অতিথি' শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। বিষ্ণু সামন্ত, অন্তরা দাঁ, গণেশ ভট্টাচার্য, রামেশ্বর পাণিগ্রাহী, সুপর্ণা রায়েদের কবিতাগুলি পড়তে বেশ লাগে। পুলক পাত্রের অণুগল্পে দীর্ঘ গল্পের বীজ সুপ্ত। সবমিলিয়ে ক্ষীণতনু পত্রিকাটা চাপা স্বরে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

১৪
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

# মাঠে ময়দানে

27 July, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এখনই আশাহত হবেন না। শুভমনের উপর ভরসা রাখুন। বার্তা কপিল দেবের

# নির্বাসন মেসির, হতাশ মহাতারকা

## অলস্টার ম্যাচ না খেলায় শাস্তি

**ফ্লোরিডা, ২৬ জুলাই :** শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হল। অলস্টার ম্যাচ না খেলার জন্য এক ম্যাচ নিবাসিত হলেন লিওলেন মেসি এবং ইন্টার মায়ামির আরও এক তারকা জর্ডি আলবা। ফলে রবিবার মেজর লিগ সকারে সিনসিনাটির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে পারবেন না মেসি ও আলবা।

প্রসঙ্গত, অলস্টার ম্যাচে মেজর লিগ সকারের সেরা ফুটবলাররা মুখোমুখি হয়েছিলেন মেক্সিকান লিগের সেরা ফুটবলারদের। মেসি ও আলবা এই ম্যাচে নিবাচিত হলেও, কোনও সঙ্গত কারণ না দেখিয়েই শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান। মার্কিন ফুটবল লিগের নিয়ম অনুযায়ী, যার শাস্তি এক ম্যাচ নির্বাসন। মেজর লিগ সকারের কমিশনার ডন গার্বার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মেসি মার্কিন লিগের সেরা তারকা। কিন্তু নিয়ম তো সবাইকে মানতেই হবে। তবে মেসির মতো গ্রেটকে শাস্তি দিতে আমাদের কষ্ট হয়েছে।

এদিকে, মেসির শাস্তি মেনে নিতে পারছেন না ইন্টার মায়ামি কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের অন্যতম মালিক জর্জে মাস জানিয়েছেন, এক ম্যাচ নিবাসিত হয়ে মেসি নিজেও মর্মাহত। ইন্টার মায়ামির তরফ থেকে দাবি তোলা হয়েছে, প্রদর্শনী ম্যাচ না খেলার জন্য এক ম্যাচ নিবাসিনের শাস্তি বাড়াবাড়ি। এই নিয়ম বদলানো হোক। মেসি ইন্টার মায়ামির হয়ে শেষ সাতটি ম্যাচের ছ'টিতেই জোড়া গোল করেছেন। দারুণ ফর্মে থাকা আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে ছাড়া সিনসিনাটি ম্যাচে মায়ামি জিততে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

# নতুন লড়াই শুরু, বার্তা রোনাল্ডোর

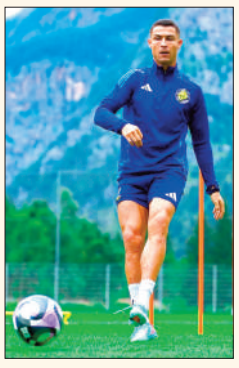

**গ্রোডিক, ২৬ জুলাই :** নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শনিবার তিনি যোগ দিয়েছেন আল নাসেরের প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শিবিরে। আর অনুশীলনে যোগ দিয়েই সোশ্যাল মিডিয়াতে রোনাল্ডোর বার্তা, নতুন লড়াই শুরু, এবার চোখ ভবিষ্যতে। আমরা তৈরি।

প্রসঙ্গত, অস্ট্রিয়ার গ্রোডিক শহরে শিবির করছে সৌদি ক্লাব। নতুন কোচ জর্জ জেসুসের প্রশিক্ষণে সাফল্য পেতে মরিয়া আল নাসের। তাই এবার প্রস্তুতি শিবিরে বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। বুধবার ফরাসি ক্লাব তুলুজ এফসির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন রোনাল্ডোরা। এদিন সতীর্থদের সঙ্গে রীতিমতো খোশমেজাজে প্র্যাকটিস করেছেন রোনাল্ডো। জল্পনা ছিল, আল নাসের ছাড়বেন পর্তুগিজ মহাতারকা। যদিও সেই গুঞ্জন উড়িয়ে ২০২৭ সাল পর্যন্ত সৌদি ক্লাবেই থেকে গিয়েছেন রোনাল্ডো। নতুন চুক্তিতে প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা!

নিজের বর্ণময় ফুটবল কেরিয়ারে দেশ ও ক্লাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত ছোট-বড় মিলিয়ে ২৮টি ট্রফি জিতেছেন রোনাল্ডো। কিন্তু আল নাসেরকে এখনও পর্যন্ত কোনও খেতাব জিততে পারেননি। অথচ ২০২৩ সালে সৌদি ক্লাব যোগ দেওয়ার পর ১১১ ম্যাচে ৯৯টি গোল করেছেন। শেষ দু'বারের সৌদি প্রো লিগে তিনিই টপ স্কোরার। এই বছর অবশ্য আল নাসেরের জার্সিতে ট্রফি জিততে মরিয়া সিআর সেভেন। সেই ইঙ্গিত, মরশুমের প্রথম বার্তাতেই দিয়ে রাখলেন।

# চিন্নাস্বামী মাঠ অযোগ্য, ক্ষুব্ধ কমিশন

## আইপিএল-বিশ্বকাপ ম্যাচ নিয়ে সংশয়

**বেঙ্গালুরু, ২৬ জুলাই :** সুরক্ষিত নয় চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। এই মাঠে কোনও বড়মাপের ম্যাচ বা ইভেন্টের আয়োজন করা সম্ভব নয়। এমনই রিপোর্ট দিল বিচারবিভাগীয় কমিশন। ফলে চলতি বছর চিন্নাস্বামীতে মেয়েদের পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে আইপিএলের ম্যাচ নিয়েও। পরের মরশুমে আরসিবি নিজেদের ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ আদৌ পাবে তো। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিজয় উৎসবে স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জনের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কাঠগড়ায় আরসিবি ও কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা। এবার চাপ আরও বাড়ল। বিচারপতি জন মাইকেল কুনহার নেতৃত্বাধীন কমিশন রিপোর্টে জানিয়েছে, ১৯৭৪ সালে নির্মিত চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ অত্যন্ত ছোট। বিশৃঙ্খলা হলে, সামলানো সম্ভব নয়। কোনও ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে ঢোকার লাইন প্রায় প্রধান সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে দুর্ঘটনার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। জরুরি অবস্থায় দর্শকদের বের করে আনার কোনও আলাদা পথও নেই। এখানে কোনও বড় ম্যাচ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব নয়। বিকল্প মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে।

# শচীনকে দেখেই বড় হয়েছি : রুট

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ জুলাই :** টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় আপাতত দ্বিতীয় স্থানে জো রুট। তাঁর সামনে এখন শুধুই শচীন তেন্ডুলকর। শচীনের মোট টেস্ট রান ১৫,৯২১। অন্যদিকে, রুটের মোট রান এই মুহূর্তে ১৩,৪০৯। অর্থাৎ শচীনকে টপকানোর জন্য আরও ২,৫১৩ রান করতে হবে রুটকে।

মাস্টার-ব্লাস্টারের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরে আপ্লুত রুট। তিনি বলছেন, শচীনের যখন টেস্ট অভিষেক হয়, তখন আমার জন্ম হয়নি। তবে ওঁকে দেখেই বেড়ে উঠেছি। তবে শচীনের রেকর্ড টপকানো নিয়ে ভাবছি না। আসল হয় ম্যাচ জেতা। দলের জয়ে যদি ব্যাট হাতে অবদান রাখতে পারি, তাহলেই আমি খুশি। এদিকে, রুটের সতীর্থ অলি পোপের বক্তব্য, টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান! অসাধারণ কৃতিত্ব। আমি নিশ্চিত, রুট এর জন্য গর্ব বোধ করবে। যে ফর্মে রয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারে। আমার বিশ্বাস, রুট সেটা পারবে।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা কেভিন পিটারসেন আবার মনে করেন, এখন ব্যাটিং করা অনেক সহজ। কেপি বলছেন, এখন ব্যাটারদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ২০-২৫ বছর আগে এই কাজটা অনেক বেশি কঠিন ছিল। আমি বলব, দ্বিগুণ কঠিন। পিটারসেন যোগ করেছেন, ওই সময় ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার, ওয়াসিম আক্রম, সাকলিন মুস্তাক, অনিল কুম্বলে, জাভাগল শ্রীনাথ, হরভজন সিং, অ্যালান ডোনাল্ড, শন পোলক, ল্যান্স ক্লুসেনার, ডারেন গফ, গ্লেন ম্যাকগ্রা, ব্রেট লি, শেন ওয়ার্ন, জেসন গিলেসপি, শেন বন্ড, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, ক্রিস কেয়ার্নস, চামিন্ডা ভাস, মুথাইয়া মুরলীধরন,কার্টলে অ্যামব্রোজ, কোর্টনি ওয়ালসদের মতো বোলাররা বল করত। আমি ২২ জনের নাম করলাম। দয়া করে এই যুগের ১০ জন বোলারের নাম বলুন, যাদের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়।

**দাবা বিশ্বকাপ ফাইনাল**

# হাম্পি-দিব্যার প্রথম গেম ড্র

**বাতুমি, ২৬ জুলাই :** টানটান উত্তেজনার মধ্যে মহিলা দাবা বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রথম গেম শেষ হল অমীমাংসিতভাবে। শনিবার জর্জিয়ার বাতুমিতে খেতাবি লড়াইয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভারতীয় দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ। এই প্রথমবার মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছেন দুই ভারতীয়। ফলে যেই জিতুন, মেয়েদের দাবায় প্রথম বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে ভারত। ৩৮ বছর বয়সি হাম্পি সেমিফাইনালে হারিয়েছিলেন টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই চিনা

গ্র্যান্ডমাস্টার লি তিংজিকে। অন্যদিকে, ১৯ বছর বয়সি দিব্যা শেষ চারের লড়াইয়ে কিস্তিমাত করেন চিনা দাবাড়ু তথা প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তাং ঝাংজিকে। বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার সুবাদে দিব্যা আবার পেয়ে গিয়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম। প্রথম গেম ড্র হওয়ার ফলে, রবিবার দ্বিতীয় গেমে ফের মুখোমুখি হবেন হাম্পি ও দিব্যা। দ্বিতীয় গেমও যদি ড্র হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠত্বের ফয়সলা হবে সোমবার টাইব্রেকে। এদিন হাম্পি খেলেছেন কালো ঘুঁটি নেয়। অন্যদিকে, দিব্যা খেলেছেন সাদা ঘুঁটি নিয়ে। দ্বিতীয় গেমে হাম্পি খেলবেন সাদা ঘুঁটি নিয়ে। দিব্যা খেলবেন কালো ঘুঁটি নিয়ে।

# রোহিতের খিদে মেটেনি : পোলার্ড

**বার্মিংহাম, ২৬ জুলাই :** রোহিত শর্মা কেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন এটা তিনিই ভাল বলতে পারবেন। কেরন পোলার্ড মনে করেন, এটা একেবারে ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত যা করেছেন সেটা গর্ব করার বিষয়।

প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার বর্তমানে বার্মিংহামে লেজেন্ডস ক্রিকেটে খেলছেন। পুরনো সতীর্থদের সঙ্গে আবার যে দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, এটা খুব উপভোগ করছেন পোলার্ড। তাঁর কথায়, এদের সঙ্গে তো রোজ দেখা হয় না। এখানে একটা প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাচ্ছি। যেটা দারুণ। আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়ে আনন্দ পাচ্ছি।

পোলার্ড নিজে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে লম্বা সময় খেলার সুবাদে রোহিতকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি

বলছিলেন, আমি কিন্তু রোহিতের মধ্যে রানের খিদে আগের মতোই দেখতে পাচ্ছি। এখনও ও রান করতে চায়। তবে এতদিন ক্রিকেট খেলেছে। রোহিত জানে সামনের দিনে কি করতে হবে। তবে ও যা করেছে সেটা গর্ব করার মতো।

এরপর পোলার্ড যোগ করেন, রোহিত এখনও ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলবে। ও এই ফর্ম্যাটে ভাল খেলতে চায়। আর আমি ওর মধ্যে এখনও রান করার জেদ দেখতে পাচ্ছি। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন রোহিত। পরে বিরাট কোহলিও একই সিদ্ধান্ত নেন। দু'জনই অবশ্য ৫০ ওভারের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আইপিএলে পোলার্ড বর্তমানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় আছেন। এছাড়া ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তিনি খেলেন ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে। পোলার্ড ২০২৪ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

27 July, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

**জাভি, গুয়ার্দিওলার নাম করে ভুয়ো মেলে আবেদন। বিবৃতি দিয়ে জানাল ফেডারেশন**

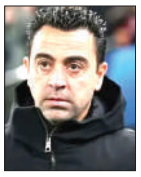

# নায়ক সায়ন, ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

**প্রতিবেদন :** কলকাতা ডার্বি হল কল্যাণীতে। যুবভারতীর বদলে জেলার স্টেডিয়ামে। পূর্ণশক্তির টিমের বদলে কিছু সিনিয়র ও বাকি জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দল। তাতেও ডার্বির মাহাত্ম্য অটুট। পাঁচ গোলের থ্রিলারে মরশুমের প্রথম ডার্বি ৩-২ জিতে নিল ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণীতে জ্বলল মশাল। গোল করে এবং করিয়ে ডার্বির নায়ক বঙ্গসন্তান সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্দান্ত খেললেন কল্যাণীরই ছেলে লাল-হলুদের ডিফেন্ডার প্রভাত লাকরা। কিয়ান নাসিরিদের লড়াই কাজে এল না। মর্যাদার ডার্বি জিতে পাঁচ ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণীতে প্রথম ডার্বি নির্বিঘ্নে হলেও ফ্লাডলাইটের আলো নেভায় কিছুক্ষণের জন্য ম্যাচ বন্ধ রাখতে হল।

টানটান উত্তেজনার ডার্বি উপভোগ করলেন গ্যালারিতে থাকা হাজার দশেক সমর্থক। তবে অনেক বেশি মানুষ ডার্বি দেখার সুযোগ পেলেন এসএসইএন অ্যাপে। সিনিয়র ডার্বিতে জয়ের খরা থাকলেও কলকাতা লিগে পরপর দু'টি ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের। সায়ন ছাড়া লাল-হলুদের বাকি দুই গোলদাতা জেসিন টি কে এবং ডেভিড। মোহনবাগানের দুই গোলদাতা লিওয়ান কাস্তানা ও কিয়ান। পরিকল্পনা মতোই দুই প্রধান জুনিয়রদের পাশাপাশি কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলার খেলায়। নজর ছিল আইএসএলে ডার্বি হিরো কিয়ানের উপর। দ্বিতীয়ার্ধে হেডে দুর্দান্ত একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়েছিলেন জামশিদ নাসিরির পুত্র। প্রথমার্ধে কিয়ানের একটি শট বারে লেগে ফেরে। না হলে খেলার ফল অন্যরকম হতেই পারত। শুরুতে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ চাপে রেখেছিল মোহনবাগানকে। ৯ মিনিটেই সায়নের পাস থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন জেসিন। ডেভিডের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে বক্সের মধ্যে ঢুকে সায়ন মাপা পাস বাড়ান জেসিনকে। বাঁ-পায়ের টোকায় বল জালে জড়ান তিনি। ৩০ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরাতে পারেননি সুহেল। ফিরতি বল বারে মারেন কিয়ান। এরপর মোহনবাগানের টানা আক্রমণের মুখে আচমকা প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান রক্ষণকে কার্যত দাঁড় করিয়ে দ্রুতগতিতে উঠে এসে অনবদ্য গোল করে যান সায়ন। তাঁকে ঠিকানা লেখা পাস বাড়িয়েছিলেন এডমুন্ড।

ডার্বির পাশা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বদলে যায়। পাসাং দোরজি তামাং নামতেই মোহনবাগানের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। ৫৩ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল দীপেন্দু হেডে নামিয়ে দিলে জোরালো শটে গোল করে ব্যবধান কমান কাস্তানা। ৬৭ মিনিটে কাস্তানার সেন্টার থেকে দুরন্ত হেডে সমতা ফেরান কিয়ান। তবে গ্যালারিতে উচ্ছ্বাসের সবুজ-মেরুন রংমশাল মিনিট দুয়েকের মধ্যেই নিভিয়ে দিলেন ডেভিড। আমন সিকের ক্রস থেকে হেডে ৩-২ করেন তিনি। বাকি সময় দু'দলই সহজ সুযোগ নষ্ট করে। সুহেল ও ডেভিড সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। শেষ কয়েক মিনিট দশজনে খেলতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।

গোল করে ও করিয়ে ম্যাচের সেরা সায়ন। পাশে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর জেসিনকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। শনিবার কল্যাণীতে।

## আশিয়ান জয়ের দিন হারিনি : বিনো

**প্রতিবেদন:** ডার্বি নতুন নায়কের জন্ম দেয়। আবার নায়করা কখনও খলনায়কও হয়ে যান বড় ম্যাচে। অনেক দিন পর বড় ম্যাচে বাঙালি ফুটবলাররাই নায়ক। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাচের সেরা। কল্যাণীরই ছেলে প্রভাত লাকরা ঘরের মাঠে দাপিয়ে খেললেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। মাঠে বসে ছেলের খেলা দেখে খুশি প্রভাতের মা-বাবাও। সায়ন গোল উৎসর্গ করলেন মা-বাবাকেই। আগেও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করেছেন আসানসোলের ছেলে। এদিন ম্যাচের সেরা হয়ে সায়ন আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে ইলিশ মাছও উপহার পেলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁরই ক্লাব কালীঘাট এমএস থেকে উত্থান সায়নের। ডার্বি জিতেই ইস্টবেঙ্গলের কোচ, কর্তারা আশিয়ান জয়ের স্মৃতিতে ডুব দিলেন। ২৬ জুলাই আশিয়ান কাপ জিতেছিল ক্লাব। ডার্বি জিতেই কোচ বিনো জর্জ বললেন, এই দিনটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে বিশেষ। এই দিনেই আশিয়ান জিতেছিল ক্লাব। ম্যানেজমেন্ট আমাকে বলেছিল, এই দিনে হারা চলবে না। আমার ছেলেরা জিতে ফিরেছে, আমি খুশি। শেষ বাঁশি বাজতেই উচ্ছ্বাসে ভেসে যান ফুটবলাররা। সমর্থকদের সঙ্গেই উৎসবে মাতেন। মাঠ নিয়ে অবশ্য দুই দলই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। হারলেও হতাশ নন মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো।

## এশিয়া কাপে একই গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

### টুর্নামেন্ট শুরু ৯ সেপ্টেম্বর

**দুবাই, ২৬ জুলাই :** জল্পনার অবসান। এশিয়া কাপের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। শনিবার সংস্থার চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সোশ্যাল মিডিয়াতে জানিয়েছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হবে এশিয়া। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান। মোট ৮টি দেশ এবারের এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে। আটটি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আর একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। গ্রুপ 'এ'-তে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও হংকং। ১০ সেপ্টেম্বর আমিরশাহি ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচেই পাকিস্তানের মুখোমুখি হবেন শুভমন গিলরা। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত।

এছাড়াও সুপার ফোর এবং ফাইনালে দেখা হতে পারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর। সেক্ষেত্রে এবারের এশিয়া কাপে মোট তিনবার পরস্পরের মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। দু'টি গ্রুপের সেরা চারটি দলকে নিয়ে হবে সুপার ফোর। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টে হবে মোট ১৯টি ম্যাচ। এশিয়া কাপের ফাইনাল হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।

## মাঠে লুকা, ডুরান্ডের জন্য তৈরি কিবুর দল

**প্রতিবেদন :** অভিষেকেই ডুরান্ড কাপ স্মরণীয় করে রাখতে চায় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ডায়মন্ড হারবারের। তার আগে শনিবারই ডায়মন্ডের অনুশীলনে যোগ দিলেন নতুন বিদেশি লুকা মাজসেন। প্রথম দিনের অনুশীলনে লুকার ফিজিক্যাল ফিটনেসে খুশি কোচ কিবু ভিকুনা। প্রথম ম্যাচে অভিজ্ঞ বিদেশিকে ধরেই এগোচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। তবে মহামেডানের বিরুদ্ধে লুকা হয়তো পরিবর্ত হিসেবেই খেলবেন।

ডুরান্ডের প্রস্তুতিতে মগ্ন লুকা।

ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত নাম স্লোভেনিয়ান স্ট্রাইকার। গত দুই মরশুম পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে আইএসএলে খেলার পর এবার তিনি ডায়মন্ড হারবারে। তার আগে আই লিগ থেকে পাঞ্জাবকে আইএসএলে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন লুকা। আই লিগে গোকুলাম কেরল, চার্চিল ব্রাদার্সের হয়েও খেলেছেন এই বিদেশি। ফলে ভারতীয় ফুটবলকে হাতের তালুর মতো চেনেন ৩৬ বছরের ফুটবলার। কিবুর কোচিংয়ে এবার ডায়মন্ড হারবারকে দেশের সেরা লিগে তোলার গুরুদায়িত্ব লুকার কাঁধে।

লুকা ছাড়াও ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরা এবং স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজারও গত কয়েকদিনের অনুশীলনে দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে মহামেডানের বিরুদ্ধে মিকেলকে নাও পেতে পারে ডায়মন্ড হারবার। তাঁর আইটিসি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। তবে রবিবারের মধ্যে সেটা হয়ে গেলে সোমবারের ম্যাচে মিকেলের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় থাকবে না। ডায়মন্ড হারবারের জন্য স্বস্তির খবর, নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ব্রাইট এনোবাখারের ভিসা সমস্যা মিটে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি শহরে চলে আসতে পারেন। দলের সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, আমরা ডুরান্ডের জন্য প্রস্তুত। সবাই কন্ডিশনে রয়েছে। লুকাকে প্রথম দিন দেখে সন্তুষ্ট। টুর্নামেন্টে শুরুটা আমরা ভাল করতে চাই।

## সাত্ত্বিকদের হার

**চাংঝৌ, ২৬ জুলাই :** শেষরক্ষা হল না। চিনা ওপেন সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। শনিবার পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ ছিল মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া ও সোহ উই ইয়িক। চোট সারিয়ে ফেরার পর, প্রথমবার কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল সাত্ত্বিক ও চিরাগের সামনে। কিন্তু ১৩-২১, ১৭-২১ সরাসরি গেমে হেরে বিদায় নিলেন। তাঁদের হারের সঙ্গে সঙ্গেই টুর্নামেন্টে শেষ হল ভারতীয়দের অভিযান। প্রথম গেমের শুরু থেকেই সাত্ত্বিকদের চাপে রেখে এগিয়ে যান মালয়েশীয় জুটি এবং গেম জিতে নেন। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত হেরেই কোর্ট ছাড়তে হয় ভারতীয় জুটিকে।

ইংল্যান্ডের ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে স্টোকসই প্রথম যিনি এক টেস্টে ৫ উইকেট ও সেঞ্চুরি করলেন

# ম্যাচ বাঁচাতে ভরসা এখন রাহুল-শুভমন

**ভারত ৩৫৮ ও ১৭৪/২, ইংল্যান্ড ৬৬৯**

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ জুলাই :** ক্রিকেট পন্ডিতরা বলেন চাপের মুখে ব্যাট করার সময় এটা মাথায় এনো না যে ক'টা স্লিপ আর গালি তোমায় ঘিরে রেখেছে। স্রেফ বোলার আর তার হাত দেখো।

শনিবার দুটো সেশন এভাবেই কাটিয়ে গেলেন কেএল রাহুল ও শুভমন গিল। দুটো উইকেট ০ রানে চলে যাওয়ার পর মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন ওরা। ইনিংস হার বাঁচাতে আরও ১৩৭ রান দরকার। তবে লড়াই এখন ম্যাচ রক্ষার। সিরিজও। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ড্র করলে সিরিজ সমতায় রেখে বাড়ি ফেরার সুযোগ থাকবে শুভমনদের। হারলে সব শেষ। চতুর্থ দিন রাহুল ৮৭ ও শুভমন ৭৮ রানে ব্যাট করছেন। ভারত ১৭৪/২। এটাই পার্টনারশিপ।

ডসনের বল স্কোয়ার টার্ন করছে। তবু দুজনে অবিচল থেকে গেলেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে রবিবার আস্ত দিন পরে আছে। সুতরাং এই লড়াই জারি রাখতে হবে। হাওয়া অফিসের রিপোর্টে বৃষ্টির কথা বলা আছে। ভারতীয় ড্রেসিংরুম এখন আকাশেও চোখ রাখবে। না হলে শেষ দিন ৯০ ওভার কাটিয়ে দেওয়া শক্ত চ্যালেঞ্জ।

সিরিজে ভারত এত চাপ নিয়ে খেলেনি। তবে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে রাহুল আর শুভমন দুটো সেশন কাটিয়ে দেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ৩১১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল ভারত। বিরাট লিড থাকায় স্টোকস স্লিপ, গালি, শর্ট লেগ রাখার বিলাসিতা দেখাতে পারলেন। চায়ের আগে শুভমনের বিরুদ্ধে কয়েকবার ক্লোজ কল হয়েছে। কপাল ভাল তিনি রক্ষা পেয়েছেন।

লাঞ্চের আগে ১০ মিনিট ব্যাট করেছিল ভারত। আর তাতেই দুটো উইকেট চলে গেল। ওকসের দ্বিতীয় বল স্কোয়ার কাট মারতে গিয়ে মিস করেছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল। সাবধান হননি। যার খেসারত দিলেন এক বল বাদেই। মিডল আর লেগ স্ট্যাম্পের উপর আসা বলে ব্যাট ছোয়ালেন। বল স্লিপে রুটের হাতে। পরে যাচ্ছিল। তবু ধরে ফেললেন। যশস্বী শূন্য করে ফিরে যান। পরের বলে সাই সুদর্শনও আউট। বল ছাড়তে গিয়েছিলেন।

শুভমন ও রাহুল। শনিবার।

কিন্তু ব্যাটে লেগে চলে গেল ব্রুকের হাতে। ভারত ০/২।

ছোট্ট কেরিয়ারে দুটি শূন্য হয়ে গেল আইপিএল মহাতারকার। কিন্তু সুদর্শন এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বোঝার সময় এসেছে যে, আইপিএল আর টেস্ট ক্রিকেট এক জিনিস নয়। ইংল্যান্ড এদিন ৬৬৯ রানে ইনিংস শেষ করেছে। কিন্তু ৫৬৩ রানে অষ্টম উইকেট পড়ে যাওয়ার পরও নবম উইকেটে স্টোকস (১৪১) আর কার্স (৪৭) মিলে ৯৫ রান যোগ করে যান। ভারতীয় বোলিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা এতে বেরিয়ে পড়েছিল।

স্টোকসের চতুর্দশ টেস্ট সেঞ্চুরি। রুটের পর তিনি এভাবে না খেললে ইংল্যান্ড ৬৬৩ তুলতে পারত না। বুমরা ৩৩ ওভার বল করে ১১২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জাদেজা ৩৭.১ ওভারে ১৪৩ রানে দিয়ে নেন ৪টি উইকেট। কিন্তু যে শার্দুল ঠাকুরকে ঘটা করে দলে আনা হল, তাঁকে ১১ ওভারের বেশি বল করাননি শুভমন। অবদান ৫৫ রানে ০ উইকেট। তাঁকে দলে রেখে ফাটকা খেলেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। ফল শূন্য। শার্দুল নীতিশ রেড্ডিও হতে পারেননি।

প্রাক্তনরা কুলদীপকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দলে ঢোকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ইংল্যান্ডের ১৫৭.১ ওভারের ইনিংসে বোলিং বৈচিত্র্য ছিল না। ওয়াশিংটন খেললেও অধিনায়কের ভরসা ছিল না। না হলে ৬৮তম ওভারের বল করতে আসবেন কেন। ৩০০ উঠে যাওয়ার পর। এতে বুমরাকে ৩৩ ওভার বল করতে হল। সিরাজকে ৩০ ওভার। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট কি করছে? প্রশ্ন কম্বোজকে নিয়েও। আকাশ দীপের পরিবর্ত ১৮ ওভার বল করেন। দিয়েছেন ৮৯ রান। চোটের প্রশ্ন উড়ছে। না হলে কম্বোজ যদি ফিট হবেন, অধিনায়ক কম বল দেবেন কেন?

## কার্গিল বিজয় স্মরণ শচীনের

**নয়াদিল্লি :** শনিবার দেশজুড়ে পালিত হল ২৬তম কার্গিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সালে ২৬ জুলাই পাক সেনার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক কার্গিল যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর এই দিনটি কার্গিল বিজয় দিবস হিসাবে পালিত হয়। বাদ যাননি শচীন তেন্ডুলকরও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শচীন লিখেছেন, ২৬ বছর আগে আমাদের সেনাবাহিনী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ওঁদের আত্মত্যাগ এবং সাহস আজও গর্বের সঙ্গে আমরা সবাই পালন করি। কার্গিল যুদ্ধের নায়কদের কুর্নিশ। আরেক ক্রিকেট তারকা ভিভিএস লক্ষ্মণও সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, কার্গিল বিজয় দিবসে আমাদের সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ। আমাদের নায়কদের স্মৃতি চিরদিন অম্লান থাকবে।

# মাঠের ভুল ড্রেসিংরুম থেকে শুধরে দিতে হয়

## গম্ভীরকে একহাত নিলেন শাস্ত্রী

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ জুলাই :** নাম না করে গৌতম গম্ভীরকে তোপ দাগলেন রবি শাস্ত্রী। ওয়াশিংটন সুন্দরকে দেরিতে বোলিংয়ে আনা নিয়ে আগেই শুভমন গিলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ।

এবার শাস্ত্রীর বক্তব্য, মাঠের ভিতরের ভুল ড্রেসিংরুম থেকে শুধরে দিতে হয়। স্পিনারদের দিয়ে শুধু কম বল করানোই নয়, অংশুল কম্বোজকে নতুন বল দেওয়ারও কোনও যুক্তি নেই। তাছাড়া ভারতীয় জোরে বোলারদের বাউন্সার দেওয়ার কৌশল আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল। শাস্ত্রীর সংযোজন, আমার সময় বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও এমনটা হত। বিরাট অত্যন্ত আগ্রাসী মেজাজের নেতা ছিল। ভাবত, প্রত্যেক সেশনে পাঁচ উইকেট করে পড়বে। কিন্তু সেটা তো সব সময় সম্ভব নয়। তাই ওকে বোঝাতে হত। শুভমনের ভুলগুলোও শুধরে দেওয়াই যেত। নাম উচ্চারণ না করলেও, শাস্ত্রীর ইঙ্গিত যে বর্তমান কোচ গম্ভীরের দিকে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এই ইস্যুতে শাস্ত্রীর সঙ্গে একমত আরেক প্রাক্তন ভারতীয় তারকা সঞ্জয় মঞ্জরেকরও। তিনি বলছেন, আমার মনে হয় না, দেরিতে স্পিনারদের আনা শুভমনের একার সিদ্ধান্ত। কোচ ছিল, বোলিং কোচ ছিল। তাই একা শুভমনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ভুল হবে। যদি এটা কোচ ওর উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে। তাহলে বলতেই হচ্ছে, সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ভুল।

# ভাল হয়েছে কুলদীপ খেলেনি

## খোঁচা অশ্বিনের

**চেন্নাই, ২৬ জুলাই :** কুলদীপ যাদব নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টকে খোঁচা দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কুলদীপকে খেলানোর জন্য শুরু থেকেই সওয়াল করে চলেছেন তিনি। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে কুলদীপকে না দেখে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অশ্বিন। এবার তিনি বলছেন, একদিক দিয়ে আমি খুশি যে, কুলদীপ এই টেস্টে খেলছে না।

অশ্বিনের বক্তব্য, এই টেস্টে স্পিনারদের যেভাবে ব্যবহার করা হল, তা দেখে আমি অবাক। ওয়াশিংটন সুন্দরের হাতে বল তুলে দেওয়া হল ইংল্যান্ড ইনিংসের ৬৮তম ওভারে! কুলদীপ খেললে তো দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার আগে বলই পেত না। এমনটাও হতে পারত, কুলদীপকে দিয়ে হয়তো বলই করানো হল না। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে যে, কুলদীপ সুযোগ পায়নি।

এর আগে সোচ্চার হয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। গৌতম গম্ভীর ও শুভমন গিলের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, আগের ম্যাচে যে ছেলেটা ৪ উইকেট নিল, সেই ওয়াশিংটনকে আনা হল ৬৮তম ওভারে! এতে ওয়াশিংটনের কাছে কী বার্তা গেল? ও নিশ্চয়ই আশা করেছিল, ৩০-৩৫ ওভারের মধ্যেই বল করতে ডাকা হবে। তবুও ওয়াশিংটন দুটো উইকেট নিল। এই স্ট্র্যাটেজির কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।

# দল নিয়ে সাফাই মর্কেলের

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ জুলাই :** ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের বাইশ গজে ছাপ ফেলতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজদের বোলিংয়ে কোনও ধার ছিল না। নিষ্প্রাণ উইকেটে বোলারদের জন্য সঠিক পরিকল্পনা করে দেওয়ার কথা বোলিং কোচের। তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বুমরাদের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল অবশ্য পাটা উইকেটের দোহাই দিচ্ছেন। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার জানিয়েছেন, এই ধরনের উইকেটে সঠিক লেংথে বোলিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি বোলাররা। এদিকে, কেন কুলদীপ যাদবকে খেলানো হচ্ছে না? জবাবে মর্কেল বলেন, আমরা টিমের সঠিক ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছি। যেখানে কুলদীপকেও খেলানো যাবে এবং ব্যাটিংয়েও গভীরতা থাকবে। তবে বোলিং কোচ যাই বলুন না কেন, বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলারকে না খেলানো নিয়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে টেস্টের তৃতীয় ও চতুর্থদিনে ভারতীয় বোলিংকে নাজেহাল হতে দেখে।

মর্কেল বলছেন, একেবারে পাটা উইকেট। বল সেভাবে নড়াচড়া করেনি। এই ধরনের নিষ্প্রাণ পিচে বল করার সময় বাড়তি উৎসাহ, শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এই জায়গায় মনে হয় আমাদের একটু খামতি থেকে গিয়েছে। টিমের পরিকল্পনা খাটেনি। বোলাররা

> **আমরা টিমের সঠিক ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছি। যেখানে কুলদীপকেও খেলানো যাবে এবং ব্যাটিংয়েও গভীরতা থাকবে।**

অনেক রান দিয়ে ফেলেছে। আমরা আগের দু'টি টেস্টে দারুণ করেছি। কিন্তু এখানে দুটো দিন খুব খারাপ ছিল। আমরা ব্যাকফুটে। কিছু পরিকল্পনা থাকে, যেটা ধারাবাহিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা ঠিকমতো কার্যকর করতে পারিনি।

ওয়াশিংটনকে কেন ৬৯ ওভারে আনা হল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বোলিং কোচ বলেন,

পেসারদের দীর্ঘ সময় বোলিং করাতে চেয়েছিল শুভমন। প্রথম দু'দিন ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের সময় আমরা দেখেছিলাম, বল সিম-সুইং করেছে। কিন্তু আমাদের বল করার সময় সেটা মিস করি।

## ডেভিড-কীর্তি

**বাসেটেরে :** নজির গড়লেন টিম ডেভিড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে মাত্র ৩৭ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। যা টি-২০ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি নজির। আর একটু হলেই ডেভিড ভেঙে দিতেন রোহিত শর্মা ও ডেভিড মিলারের (৩৫ বলে) দ্রুততম টি-২০ সেঞ্চুরির রেকর্ড। এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬ উইকেট হারিয়ে টি-২০ সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৪ রান তুলেছিল ক্যারিবিয়ানরা। হোপ ১০২ করেন। জবাবে ডেভিডের ৩৭ বলে অপরাজিত ১০২ রানে ১৬.১ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৫ রান করে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# রবিবার

27 July, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

# বনে থাকে বাঘ

**বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাঘের বসবাস এখন ভারতে। খাবার এবং ভালবাসার খোঁজে কয়েকটি ঢুকে পড়েছে এই দেশে। হিংস্র প্রজাতির প্রাণীটিকে অন্যরা ভয় পেলেও, একজন মানুষ ভালবেসে হয়ে উঠেছিলেন বন্ধু। নেমেছিলেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। বাঘ সংরক্ষণ অরণ্য আছে আমাদের রাজ্যেও। আগের তুলনায় বেড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা। ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস। সেই উপলক্ষে তিনটি প্রতিবেদন সাজিয়ে দেওয়া হল 'রবিবার'-এর পাতায়।**

# উদ্বাস্তু বাঘের ঘর

বন্য বাঘ সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় শীর্ষে ভারত। খাবার এবং ভালবাসার খোঁজেও কয়েকটি পুরুষ বাঘ ঢুকে পড়েছে এই দেশে। বিড়াল প্রজাতির প্রাণীটিকে ঘিরে লোকজীবনে রয়েছে নানা রূপকথা। লিখলেন **বিশ্বজিৎ দাস**

## মারমা রূপকথায় বাঘের ঘর

এক বনে এক বাঘ আর শূকরের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে হু হু বাতাস বয়ে ঝড় এল দেখে শূকর তাড়াতাড়ি বাঁশঝাড়ের নিচে গিয়ে বিভিন্ন লতাপাতা দিয়ে নিজের জন্য ঘর করে ফেলল। এমন সময় বাঘ সেখানে এসে হাজির হল। শূকর বাঘকে দেখে আসার কারণ জানতে চাইল। উত্তরে বাঘ বলল, 'বন্ধু আমি এক রাতের জন্য তোমার ঘরে আশ্রয় চাই।' বাঘ দুই হাত জোড় করে মিনতি করে বলল, 'আজ একরাতের জন্য আমাকে আশ্রয় দাও বন্ধু। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না এবং ভোর হওয়ার আগেই তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাব।' শূকর মহাবিপদে পড়ল। বাঘ শূকরের কথার তোয়াক্কা না করে বলল, 'বন্ধু শূকর! গতরাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমি তোমাকে খাচ্ছি! আর তুমি তো জানো আমাদের বাঘের মধ্যে যে কেউ স্বপ্ন দেখলে তা অবশ্যই করতে হয়।' রূপকথায় বাঘ নিজের ঘর ছেড়ে শূকরের ঘরে আশ্রয় নিল। তাকে খেয়ে ফেলতে চাইল।

## বাঘ— সে তো বিড়ালই

উত্তর তালপট্টির ঘটনা। ১৯৯০ সালে ওদিকে জেলে-বাওয়ালিদের চলাফেরা ছিল অবাধ। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গরান গাছ কাটার অনুমতি দিত বনবিভাগ। নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য গেঁওয়া গাছও কাটা হত। দু-তিন মাস চলত গোলপাতা কাটার মৌসুম। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সুন্দরবনে মধু আহরণ করতেন মৌয়ালরা। এসব কাজে দলবদ্ধ ভাবে জঙ্গল করত মানুষ। উত্তর তালপট্টিতে তাঁরা দল বেঁধে মাছ ধরতেন। তখন পশ্চিম সুন্দরবনের ওদিকটা অভয়াশ্রম ছিল না। একই এলাকায় বাওয়ালিরা যেত গরান কাটতে। সেখানে একবার এক গুনিন বাঘকে নাকি বিড়ালের মতো নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। পরে সেই গুনিন বাঘের আক্রমণেই মারা গেছেন। তারপরও বাওয়ালিদের কাছে এই মানুষদের কদর ছিল বেশ। বাওয়ালিরা গাছ কাটতেন। তখন গরান, গেঁওয়া আর গোলপাতা কাটার অনুমতি ছিল। চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এই কাজে জঙ্গলে নেমে কত মায়ের ছেলে যে ফিরে আসেনি! তার পরও পেটের টান বলে কথা! জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গাছ কাটত। তারপর কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে টেনে আনত খাল বা নদীর পাড় পর্যন্ত। তারপর নদীপথে গন্তব্যে। জঙ্গলের কাজটুকু অনেক কঠিন। প্রতি পদে ছিল জীবনের ঝুঁকি। বাঘের ঝুঁকি ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বাঘের হাত থেকে বাঁচতে হলে সঙ্গে নিতে হত গুনিন। তা না হলে মায়েরা তাদের সন্তানদের জঙ্গলে দিতেন না। ওঁরা নাকি বিশেষ মন্ত্র জানেন। জঙ্গলে গিয়ে সবার আগে নামবেন। মন্ত্র পড়ে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে দেবেন। সেই অংশের বাইরে এক পা-ও কেউ যেতে পারবে না। নিয়ম ভাঙলে মৃত্যু। গাছ কাটার কাজ শেষ হলে গুনিন মন্ত্র তুলে নেন। গুনিনরা নাকি বাঘদের বশ করে ফেলতেন! মন্ত্র পড়ে কাছাকাছি থাকা বাঘদের থামিয়ে দিতেন। যাকে বলে খিলান দেওয়া। কাজটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। খিলান দিলে নাকি বাঘ যেখানে থাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে যায় কিংবা বসে পড়ে। এ-সময় তারা মুখ খুলতে পারে না। বাওয়ালিরা নাকি বাঘের পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করত কিন্তু মামা কিছুই করতে পারত না। ওই অঞ্চলে কাজ শেষ করার পর আবারও মন্ত্র পড়ে খিলান ছাড়াতেন গুনিন!

## বাঘ-কথা

বাঘ নিয়ে লোকজীবনে নানা রূপকথা রয়েছে, কেউ বাঘ দেখেছেন নিজের চোখে আবার কোথাও বা বনবিবি এবং দক্ষিণরায়ের পুজোর পর বাঘ নিয়ন্ত্রণের রূপকথা তৈরি হয়েছে। বাংলার বাঘ নিয়ে আমাদের উৎসাহ থাকলেও সারা পৃথিবী জুড়ে বাঘের মাসি-পিসিদের বাঁচিয়ে রাখার লড়াই শুরু হয়েছে। বাঘ, ইন্দোচিনের বাঘ, মালয়ের বাঘ, সুমাত্রার বাঘ, আমুর বা সাইবেরীয় বাঘ, কাস্পিয়ান বা তুরানের বাঘ, জাভার বাঘ, বালির বাঘ এবং দক্ষিণ চিনের বাঘ। এদের মধ্যে বালি, জাভা আর কাস্পিয়ান বাঘ এখন আর দেখা যায় না। বিশ্বের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ বাঘের ঘর ভারতে। তবে বাঘেরা তাদের ঘর নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। দেশে দেশে বাঘেদের নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকশ্রুত গুনিনও থাকে না। ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা থাকলেও বাঘেদের কোনও সীমারেখা নেই। তারা নদী পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে অন্য দেশে। আবার কখনও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও সরকারি আইন নেই। সম্প্রতি সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই সমস্ত বাঘের বসতবাড়ি বাংলাদেশ। ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনায়াসে তারা চলে আসে এদেশে। অবৈধভাবে এদেশে আসার মূল কারণ খাদ্যের অভাব। জঙ্গলে খাবারে টান ধরলেই যেমন লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, তেমনই খাবারের সন্ধানে তাকে নাগরিকত্ব বাজি রেখে উদ্বাস্তু হতে হয় এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গল। সুন্দরবনের জঙ্গলে নৌকায় চাপিয়ে নিয়মিত হরিণ এবং শূকর ছেড়ে আসা হয়।

## সীমান্ত পেরিয়ে বাঘ-প্রেম

মানুষের টেনে দেওয়া আন্তর্জাতিক সীমারেখা বাঘেদের জন্য কাজ করে না। শিকড়ের সন্ধানে এবং সঙ্গী আছে কি না— এসব নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই তাদের নিজস্ব ঠিকানা তৈরি হয়। প্রজননের সময় দু'দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করার প্রবণতা বাড়ে। এই অবাধ যাতায়াতের কারণ, জঙ্গলে তাদের নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত খাবারের রসদ। সুন্দরবন দু-দেশের সম্পদ। দুই দেশ মিলিয়ে সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর বেশিরভাগ অংশই বাংলাদেশের অন্তর্গত। আয়তনে যা প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার। বাকি চার হাজার কিলোমিটার রয়েছে ভারত অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায়। সম্প্রতি সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশে স্ত্রী-বাঘের অভাব দেখা দিয়েছে। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

রবিবার
27 July, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# বাঘে উৎসর্গ পঞ্চাশটি বছর

বাঘেদের বন্ধু বাল্মীক থাপার। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, দৃঢ় সংরক্ষণবাদী। প্রকাশ করেছেন বাঘের উপর বই। নির্মাণ করেছেন তথ্যচিত্র। ২০২৫-এর ৩১ মে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে লিখলেন **শীলা রাজবংশী**

## যেমন বাপ তেমন বেটা

কথাটি কেউ এমনি এমনি বলেনি। অবশ্য কর্মই শেষ কথা। তবে থাপারের সম্পর্কে বলতে গেলে যে তাঁর বংশ পরিচয় একটু দিতেই হয়। বাল্মীক থাপারের দাদু দয়ারাম থাপার ছিলেন একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল অফিসার এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী মেডিক্যাল সার্ভিসেসের মহাপরিচালক। অন্যদিকে দয়ারাম থাপারের ভাই জেনারেল প্রাণনাথ থাপার ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর চতুর্থ সেনাপ্রধান। এতেই শেষ নয়, ছেলে রমেশ থাপার অর্থাৎ যিনি বাল্মীক থাপারের বাবা তিনিও বিখ্যাত সাংবাদিক। অপরদিকে বাল্মীক থাপারের পিসি রোমিলা থাপারও নামকরা ভারতীয় ইতিহাসবিদ। বাল্মীকি থাপার ছিলেন বাঘ সংরক্ষণবাদী, একাধারে লেখক এবং ভারতের বন্য ঐতিহ্যের আজীবন রক্ষক। এই সম্পর্কের স্রোত কোথা থেকে বইছে সহজেই বোঝা যায়।

## বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রবাদটি আমাদের অনেকের জীবনেই দাগ কেটেছে। কতজনই বা এই দাগের যথার্থ মর্ম বুঝেছেন, তা অমরা থাপারের লড়াই দেখেই বুঝতে পারি। যদি কথাটির প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতেই পারতাম তাহলে বাঘের লোক হওয়ার প্রয়োজন থাপারের ছিল কি?

শতকোটি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে এই পৃথিবী। সেই স্বপ্ন পূরণের দিশায় আলোড়ন ওঠে বারংবার। সেই স্বপ্নের পথে অনেক সময় বাধা হয়ে ওঠে বনের প্রাণী। তারা তাদের জগতে থাকলেও সেই জগতের অংশীদার হতে আমাদের লোভ থাকে ষোলো আনা। এই যে জরাজীর্ণ, সংকীর্ণ মানসিকতায় ভরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এর প্রভাব কিন্তু মন্দ নয়। ভাল-মন্দের বিচারের ঊর্ধ্বে উঠে কখন কখন কাজ করতে হয়। শুধু নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকলে চলে না। যারা অন্যের জন্য বাঁচে, অন্যকে বাঁচায়, তাদের কর্মে বা বুদ্ধিতে তারাই আসল অংশীদারি ইতিহাসের পাতায়। কংক্রিটে মোড়ানো শহরেও নতুন চারা জন্ম নেয়। তেমনি এই স্বার্থের পৃথিবীতে জন্ম নেয় বাল্মীক থাপারের মতো মানুষেরা। সত্যিই মানুষ নিজেদের কৃষ্ট-নিকৃষ্ট চাহিদা পূরণে জন্য ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। বন উজাড় হচ্ছে, হচ্ছে বনালয়ে কলকারখানার আধিপত্য। গ্রাস করছে শহুরে ঘিঞ্জি আবহাওয়া। ফলত বন্যরা তাদের আবাসস্থল হারাচ্ছে। তখন বাল্মীক থাপারের মতো মানুষ একমাত্র ভরসা।

## প্রথম বন্য বাঘের মুখোমুখি

চেতনে-মননে শুধুই বাঘ। মানুষ আজকাল মানুষকে ভালবেসে উঠতে পারে না। সেই জায়গায় বাঘের প্রতি মানুষের মানবিক প্রেম দেখে মন হয় উচ্ছসিত। মিঃ থাপারের যখন বয়স ১০ বছর, তখন তিনি হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত করবেট জাতীয় উদ্যানে একটি হাতির উপরে থেকে প্রথম বন্য বাঘের মুখোমুখি হন। তিনি একটি বাঘিনিকে তার দুটি শাবক নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে হাতির দিকে গর্জন করতে দেখেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ‘‘আমি কোনও পণ্ডিত নই, আমি শুধু বাঘকে নিয়ে বিশাল এক জগতের সামান্য ছোঁয়াটুকু পেয়েছি। বিশ্বাস করুন, বাঘের যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে, তা এশিয়ার প্রায় প্রতিটি সমাজেই গভীরভাবে বিদ্যমান। আমি কেবল তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছি। বহু বছর আগে এই যাত্রা শুরু করি, কারণ বাঘ আমাকে মোহিত করেছিল। তার মধ্যে এক অনন্য শক্তি ও রহস্যময়তা ছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, মানুষের উপর বাঘের এই প্রভাব কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে– প্রাগৈতিহাসিক মানুষের গুহাচিত্রে হোক কিংবা প্রাচীন রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের আখড়ার সঙ্গে যুদ্ধরত বাঘের উপস্থাপনায়, এসব শিল্প কোথা থেকে ছড়িয়েছে, কীভাবে বিস্তার লাভ করেছে তা আমি জানার চেষ্টা করেছি।’’

১৯৭০ সালে তাঁর জীবন নয়া মোড় নেয় রণথম্ভোরের জঙ্গলের হাত ধরে। প্রায় পাঁচ দশক ধরে, তিনি বাঘ সংরক্ষণের জন্য কাজ করছেন। ফতেহ সিং রাঠোরের স্নেহধন্য ছিলেন বাল্মীক থাপার। বাঘকে কেন্দ্র করে কতই না দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছর কাটিয়েছেন, বিরল আচরণ রেকর্ড করেছেন, অবিশ্বাস্য ফুটেজ নথিভুক্ত করেছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ব্যবস্থাপনা কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করেছেন যা রণথম্ভোরকে আজকের প্রধান বন্যপ্রাণী গন্তব্যস্থলে পরিণত করেছে।

## বইয়ের পাতায় বাঘের কথা

বাঘবন্ধুর লেখা বইয়ের সংখ্যা নেহাত মন্দ নয়। মিঃ থাপার ভারতের বন্যপ্রাণীর উপর ৫০টিরও বেশি বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্যান্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে ‘দ্য টাইগার্স ডেসটিনি’ (১৯৯২); ‘ওয়াইল্ড টাইগার্স অফ রণথম্ভোর’ (২০০০); ‘টাইগার: দ্য আল্টিমেট গাইড’ (২০০৪) এবং ‘টাইগার ফায়ার: ৫০০ ইয়ার্স অফ দ্য টাইগার ইন ইন্ডিয়া’ (২০১৭)-এর মতো প্রশংসিত বই। অত্যন্ত সহজ সরল করে বইয়ের পাতায় গেঁথে দিয়ে গেছেন বাঘ রক্ষার মূল মন্ত্র। বইটিতে যেমন মনোমুগ্ধকর আখ্যান রয়েছে, তেমনি পরিবেশগত অন্তর্দৃষ্টি বুননের দক্ষতা। তিনি আরও জানান, ‘‘মুঘল যুগের মিনি চিত্রকলায় বাঘ, ব্রিটিশদের সময় বাঘ নিয়ে শিল্পকর্ম—সব মিলিয়ে এই বিষয়টি এতটাই সমৃদ্ধ যে আমি ভাবলাম, এ নিয়ে একটি বই লিখতেই হবে।’’

তিনি শুধুমাত্র বইগুলো বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বজুড়ে। যাতে নির্বোধ জাতি তাদের বোধ ফিরে পায়। বাঘের প্রতি ভয় নয় যেন জন্ম নেয় ভালবাসা। ভারতীয় এলিট ক্লাস বুদ্ধিদীপ্তরা বন্যপ্রাণীদের কোন চোখে দেখেন, তাও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বইয়ের পাতায়।

## বাঘ-মানুষের সহাবস্থান

আপনি চান বা না চান আপনাকে আলোচনা বা সমালোচনার সম্মুখীন কখনও না কখনও হতেই হয়। তাছাড়া আপনি যখন স্রোতের বিপরীতের মানুষ, তখন সমালোচনার ঝড় উঠবে বারংবার। মিঃ থাপারও ব্যতিক্রম নন। এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাঁকেও হতে হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে অটল ছিলেন যে, বাঘ সংরক্ষণের জন্য কঠোর সীমানা প্রয়োজন। তিনি যে দলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তা ছিল টাইগার টাস্ক ফোর্স নামে একটি সরকারি সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, যদিও তিনি ২০০৫ সালে এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র মতবিরোধ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে দেখা গেছে যে, বাঘ মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। ফলে সমালোচনার ঝড় উঠতে বিলম্ব হয়নি। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# রবিবার

27 July, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৭ জুলাই ২০২৫
রবিবার

# উদ্বাস্তু বাঘের ঘর

(১৭ পাতার পর)

তাই সঙ্গীর খোঁজে ভারতে চলে আসছে একের পর এক পুরুষ-বাঘ। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত ম্যানগ্রোভ অরণ্যের পুরুষ-বাঘেরা মেটিং সিজনে প্রায়ই পাড়ি দিচ্ছে এ-দেশে। সীমান্ত অতিক্রম করতে কখনও তাদের সাঁতরে পার হতে হচ্ছে নদী। কখনও মাইলের পর মাইল বিস্তৃত দুর্গম ম্যানগ্রোভ জঙ্গল পার করতে হচ্ছে। তবে সেসব তোয়াক্কা না করে, কষ্ট সহ্য করেও তারা হাজির হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে। কেবল ভালবাসার খোঁজে। এখনও পর্যন্ত এরকম বেশ কয়েকটি পুরুষ-বাঘ বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকে পড়েছে বলে অনুমান।

## পায়ে পড়ি বাঘমামা

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাঘের বসবাস এখন ভারতে। সবাধিক জনবসতিপূর্ণ এ-দেশে বৈশ্বিক বাঘের আবাসস্থলের মাত্র ১৮ শতাংশ থাকার পরেও দেশটি বাঘ সংরক্ষণে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। খবর বিবিসির। গত এক দশকে দেশটিতে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৩ হাজার ৬০০-এর বেশি হয়েছে, যা বিশ্বের মোট বাঘের ৭৫ শতাংশ। বর্তমানে দেশটির ১ লাখ ৩৮ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার (৫৩ হাজার ৩৬০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে এই বন্যপ্রাণী বসবাস করছে, যা যুক্তরাজ্যের প্রায় অর্ধেক আয়তনের সমান। এসব অঞ্চলে প্রায় ৬ কোটি মানুষের বসবাস থাকলেও বাঘদের সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রখ্যাত গবেষণা সাময়িকী সায়েন্স-এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, বাঘদের পাচার ও আবাসস্থল হারানোর হাত থেকে রক্ষা, শিকারি প্রাণী সুরক্ষা, মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংঘাত কমানো এবং স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষণার প্রধান লেখক যদবেন্দ্রদেব বিক্রমসিং ঝালা বলেন, আমরা সাধারণত মনে করি যে মানুষের ঘনবসতি বড় মাপের মাংসাশী প্রাণীদের (যেমন বাঘ) সংরক্ষণে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সংখ্যা নয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে মালয়েশিয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে ভারতের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বাঘ সংরক্ষণে সফলতা আসেনি। ভারতের সাফল্য দেখিয়েছে যে, সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বাঘ রক্ষা করা সম্ভব, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীরও উপকার হয়— যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে।

## ভারত-বাঘবিলাসী

গবেষক যদবেন্দ্রদেব বিক্রমসিং ঝালা, নিনাদ অবিনাশ মুঙ্গি, রাজেশ গোপাল এবং কামার কুরেশির পরিচালিত এক গবেষণায় ২০০৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঘের বিস্তৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারত ২০০৬ সাল থেকে প্রতি চার বছর পরপর ২০টি রাজ্যের বাঘের আবাসস্থল পর্যবেক্ষণ করছে। এতে বাঘ তাদের শিকারি প্রাণী, খাদ্য সরবরাহ ও পরিবেশের গুণগত মানের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সময়ে ভারতে বাঘের আবাসস্থল ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বছরে গড়ে ২,৯২৯ বর্গকিলোমিটার। গবেষকরা দেখেছেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে ভারতে বাঘ ও মানুষের সহাবস্থানের মাত্রা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড ও কর্নাটকের মতো রাজ্যে উচ্চজনসংখ্যার মধ্যেও বাঘ ও মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছে। গবেষকরা বলছেন, বাঘের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে যেসব এলাকা ভাল কাজ করছে, তা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী জায়গা। এখানে বাঘ-সংক্রান্ত পর্যটন এবং সরকারি সহায়তা রয়েছে, যা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, উন্নয়নও কখনও কখনও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, যেখানে শহরায়ণ বেশি, সেখানে বাঘের জন্য ভাল আবাসস্থল হারানোর ভয় থাকে। বাঘের সংরক্ষণ সফল হতে হলে শহরায়ণ আর দারিদ্র যেন একসঙ্গে সমস্যা তৈরি না করে। যদি গ্রামীণ উন্নয়ন সঠিকভাবে হয় এবং মানুষও সচেতন থাকে, তাহলে বাঘের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। এটি ভারতের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়।

## বাঘ বাঁচাও

২০১০ সালে প্রথম বিশ্ব বাঘ সম্মেলনের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্ব বাঘ সম্মেলন আয়োজন করে যেখানে বাঘের জনসংখ্যার একটি নতুন গল্প প্রকাশ করা হয়। বাঘের আবাসস্থলের দেশগুলোর মতো ভারতও তাদের বাঘগণনা করছে যাতে একটি আপডেটেড জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া যায়। উদ্বাস্তু বাঘেরাও ভারতে আসতে চাইছে তাদের নিরাপত্তার কারণে। ২০২২ সালের সর্বশেষ বাঘশুমার অনুসারে, ভারত ৩,১৬৭টি বাঘের সংখ্যা নিয়ে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে। রণথম্ভোর, জিম করবেট এবং বান্ধবগড়ের মতো বিস্তৃত জাতীয় উদ্যানের জন্য বিখ্যাত, যেখানে বাঘ অবাধে বিচরণ করে। বন্য বাঘ সংরক্ষণ প্রচেষ্টাতেও ভারত বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ভারতের পিছু নিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ার বাঘের সংখ্যা ৪৮০ থেকে ৫৪০-এর মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৩৭১টি সুমাত্রা-বাঘ বাস করে। নেপালের জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্যে ৩৫৫টি বাঘ রয়েছে। মালয়েশিয়ায় ১২০টি মালয়-বাঘ রয়েছে। বাংলাদেশ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে প্রায় ১০৬টি বাঘ বাস করে। থাইল্যান্ডে ১৪৮ থেকে ১৪৯টি ইন্দোচিনা বাঘ রয়েছে। এগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের প্রতীক। হুয়াই খা খায়েং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মতো সংরক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী বাঘগুলো অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য এবং আবাসস্থল হ্রাসের হুমকির সম্মুখীন।

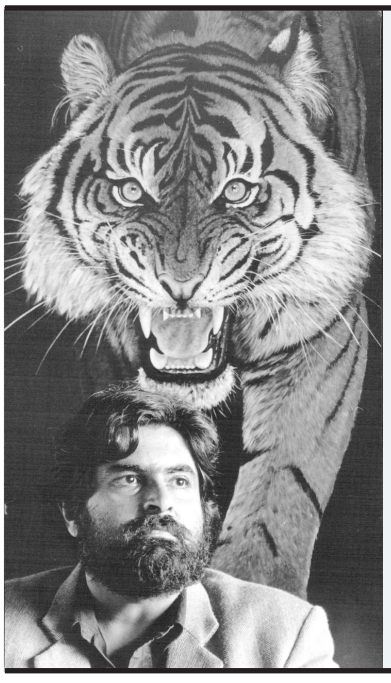

# বাঘে উৎসর্গ পঞ্চাশটি বছর

(১৮ পাতার পর)

স্বভাবসুলভ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বজ্রপাতের মতো কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর উঠেছে বাঘেদের জন্য। ভারতে চিতা পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনাটি করদাতাদের অর্থের অপচয়। এই কথাটি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি।

## স্যাঙ্কচুয়ারির আত্মার অংশ

জীবন উৎসর্গ শব্দটি বহুবার শুনেছি। চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয় যখন এক একটি থাপারের জন্ম নেয়। বিশ্বের বেশিরভাগ বন্য বাঘের আবাসস্থল ভারতে, ১৯৫০-এর দশকে বাঘের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ থেকে কমে ২০০৬ সালে ১,৪১১-এ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সংরক্ষণ প্রচেষ্টার ফলে ২০২২ সালে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ৩,৬৮২-এ দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যের রণথম্ভোর টাইগার রিজার্ভে, সেখানে সংখ্যাটি ২০০৬ সালে প্রায় ১৫ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে প্রায় ৭০-এ দাঁড়িয়েছে।

বাঘের মানববন্ধু থাপার যেমন রণথম্ভোর ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তেমনি বাঘ সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ সহ ১৫০টিরও বেশি নীতি প্যানেল এবং টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৮১ সালে ফতেহ সিং স্যাঙ্কচুয়ারি এশিয়ার সূচনা করলেও, বাল্মীকই এর সহস্র দরজা খুলে দিয়েছিলেন, বিষয়বস্তু কৌশলগতভাবে তৈরি করেছিলেন এবং জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত স্যাঙ্কচুয়ারির মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি স্যাঙ্কচুয়ারিকে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দূরদর্শনে প্রদর্শিত ভারতের প্রথম ১৬টি তথ্যচিত্রের সিরিজ ‘প্রোজেক্ট টাইগার’ তৈরিতেও সাহায্য করেছিলেন, যার দর্শক নেহাত মন্দ নয়। সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। তিনি সর্বদা স্যাঙ্কচুয়ারির আত্মার অংশ হয়ে থাকবেন।

থাপার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, বিবিসি, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট এবং ডিসকভারি চ্যানেলের জন্য বেশ কয়েকটি বন্যপ্রাণী তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় তথ্যচিত্র সিরিজগুলির মধ্যে একটি ছিল ‘ল্যান্ড অফ দ্য টাইগার’, যা ১৯৯৭ সালে বিবিসি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

## একটি জীবন বাঘের নামে

ভারতে বাঘেদের কণ্ঠস্বর বাল্মীক ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী লেখক এবং চোরাশিকারিদের প্রভাব, আবাসস্থলের ক্ষতি এবং সরকারি নীতিমালার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করার জন্য কাজ করা একজন দৃঢ় সংরক্ষণবাদী। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি না হলেও তাঁর জ্ঞান, সংবেদনশীলতা এবং যোগাযোগের ক্ষমতার কারণে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন।

এই পৃথিবীতে সবাইকে নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়। কিন্তু অবলা জীবরা কি আমাদের স্বার্থের চক্ষু থেকে আড়াল হতে পারে? যদি পারত তাহলে বাঘবন্ধুর জন্ম হলেও তাকে অস্তিত্ব সংরক্ষণের লড়াইয়ে নামতে হত না। লড়াই হোক, লড়াই চলুক। বারবার ফিরে আসুক বাল্মীক থাপার।

রবিবার
27 July, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# রাজ্যের বাঘ সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং বক্সায় রয়েছে বাঘ সংরক্ষণ অরণ্য। আগের তুলনায় বেড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা। এর পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে রাজ্য সরকারের। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

## হিংস্র বাঘের বিচরণক্ষেত্র

নদী-জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন। বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। ভয় এবং ভালবাসা দুটোই জড়িয়ে রয়েছে নামটির সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বাঘ সংরক্ষণ অরণ্য এটা। হিংস্র বাঘের বিচরণক্ষেত্র। এখানকার আলোকালো পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে গভীর রহস্য। বিভীষিকা। পেট চালাতে পুরুষদের যেতে হয় গভীর জঙ্গলে। মুখোমুখি হতে হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। কখনওসখনও ঘটে যায় মহাবিপদ। প্রাণহানিও। কম সাহসী নন মহিলারাও। নানা কাজে হাত লাগান পুরুষদের সঙ্গে। এই জাতীয় উদ্যান পরিচিত বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম হিসাবে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। বাঘ ছাড়াও এখানে রয়েছে কুমির, হরিণ, মাছ, সাপ, নানা প্রজাতির পাখি।

## গাছের রানি সুন্দরী

সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থানটি কমপক্ষে ৪০০ বছরের পুরনো। ঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমির অবনমন এবং বিদেশি দস্যুদের অবাধ লুণ্ঠন সুন্দরবনকে বহুবার ধ্বংস করেছে। তবে বনাঞ্চলটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সেই সময় ওই অঞ্চলের নামও ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে সংস্কৃত বৈয়াকরণ পানিনি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আর্যাবর্তের সীমানা উল্লেখ করার সময় লিখেছেন, পূর্বদিকে ছিল 'কালকবন'। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, 'কালকবন'ই হল সুন্দরবন। ৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা মহাভারত এবং প্রায় ২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লেখা রামায়ণে গঙ্গার মোহনায় 'শাকদ্বীপ'-এর কথা উল্লেখ আছে। অন্যান্য পুরাণেও এই শাকদ্বীপের কথা লিপিবদ্ধ আছে। গুপ্ত যুগে খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক, আন্দামানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দরুণ যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তার ফলে প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে শাকদ্বীপ ধ্বংস হয়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ওই সময় সুন্দরবনের নাম ছিল শাকদ্বীপ। কারও কারও মতে, 'সমুদ্রবন' শব্দ থেকে সুন্দরবন শব্দের উৎপত্তি। সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেমন প্রাণীদের রাজা, তেমনই গাছের রানি হল সুন্দরী।

## বেড়েছে বাঘের সংখ্যা

একটা সময় সুন্দরবনে কমে গিয়েছিল বাঘের সংখ্যা। গত কয়েক বছরে বেড়েছে। এর পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে রাজ্য সরকারের। কমেছে চোরাশিকারিদের উপদ্রব। ২০১০ সালে সুন্দরবনের ভারতের অংশে বাঘের সংখ্যা ছিল ৭৪। ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয় ৭৬। ২০১৮ সালে আরও বেড়ে হয় ৮৮টি। আর ২০২২ সালে সর্বশেষ হিসাবে বাঘের সংখ্যা আরও বেড়ে হয়েছে ১০১। ২০২১-'২২ সালে হয়েছিল সর্বশেষ অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই এস্টিমেশনের কাজ করে দেশের সমস্ত ব্যাঘ্র প্রকল্প। মূলত জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসিয়ে বাঘেদের ছবি তোলা হয়। ক্যামেরায় ওঠা বাঘেদের ছবি বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্র। ঠিক একই পদ্ধতিতে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পও প্রতি বছর নিজেদের মতো করে তাঁদের এলাকায় বাঘেদের পরিসংখ্যান নিয়ে থাকে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে তাঁদের শুমারে বাঘের সংখ্যা আরও বেশ খানিকটাই বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

## সুফল পাচ্ছেন স্থানীয়রা

পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে দিনে দিনে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সুন্দরবন। সুফল পাচ্ছেন স্থানীয়রা। বাড়ছে ব্যবসা। তৈরি হচ্ছে বিকল্প কর্মসংস্থান। উন্নত হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। ট্রেন ছুটছে। সড়কপথে ছুটছে বাস, লরি, গাড়ি। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, জল। ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে স্কুলে, কলেজে। গমগম করছে দোকান-বাজার। মুঠোয় সেলফোন। অরণ্য জীবনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। প্রসঙ্গত, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সমগ্র সুন্দরবনটাই দু-চোখ ভরে দেখার মতো।

## ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ

আরেকটি বাঘ সংরক্ষণ অরণ্য রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সায়। ৭৬০-বর্গ-কিলোমিটার বা ২৯০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। একটা সময় বক্সার পরিচিতি ছিল দুর্গের জন্য। পূর্ব ভারতের সব থেকে প্রাচীন দুর্গ বলা যেতে পারে। ১৮৬৫ সালে এর দখল নেয় ব্রিটিশরা। বাঁশের কাঠামো বদলে তারা পাথরের স্থাপত্য গড়ে তোলে। ১৯৩০-এর দশকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মোড়কে জেলখানা এবং ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে এই দুর্গ আত্মপ্রকাশ করে। অনেকে বললেন, দুর্গমতা এবং নির্যাতনের কথা ধরলে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলের পরেই আসত বক্সার নাম। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের মতো বিপ্লবী সংগঠনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি রাখা হত এখানে।

## আশ্রয় নিতেন শরণার্থীরা

তবে এখন বক্সা আর দুর্গম নয়। নানা পথ ধরে সহজেই পৌঁছানো যায়। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে গাছপালা-জীবজন্তুর বৈচিত্র্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৬৭ মিটার বা ২৮৪৪ ফুট উঁচুতে এই বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে দুর্গটি। সবথেকে কাছের শহর আলিপুরদুয়ার। দূরত্ব মোটামুটি ৩০ কিলোমিটার।

## জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা

বক্সা বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রকে ১৯৯৭ সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয়। এর দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমানা। তাই বক্সার খুব কাছেই ভুটানের ফিবসু অভয়ারণ্য। দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে চলে গিয়েছে জাতীয় সড়ক ৩১সি। পূর্বদিকে অসমের মানস জাতীয় উদ্যান। যার ফলে ভারত এবং ভুটানের মাঝখানে এশিয়ান হাতি চলাচলের আন্তর্জাতিক করিডর হয়ে উঠেছে বক্সা বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র। বর্তমানে বাঘের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। বক্সার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন, বাঘেদের পর্যাপ্ত খাবার জোগান দেওয়া, বনের ভিতর তাদের থাকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, বাইরে থেকে বাঘ এই বনাঞ্চলে এলে তাকে পাকাপাকিভাবে এখানে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বাইরে থেকে বাঘ এনে এই বনাঞ্চলে ছাড়া। এই পদ্ধতিতে বক্সার পুরনো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। মিলছে সুফল।

## ছবির মতো সুন্দর

বাঘ, হরিণ, লেপার্ড, হাতি ছাড়াও বক্সায় থাকে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, সরীসৃপ, উভচর। ২০১৮ সালে প্রথম দাগওয়ালা এশিয়াটিক সোনালি বিড়ালের দেখা মেলে এখানে। আরও অনেক বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির জীবজন্তু রয়েছে, যাদের দেখা সহজে পাওয়া যায় না। সবুজ অরণ্যের মোহময় সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেবে। আট রকমের বন আছে, যা উদ্ভিদবিদদের গবেষণার বিষয়। তাঁদের কাছে বক্সা জাতীয় উদ্যান স্বর্গের থেকে কম লোভনীয় নয়। পর্যটকদের আরেকটি আকর্ষণ রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্র। জঙ্গল সাফারির অনেকগুলো রুট আছে বক্সায়।